কশ্যপ

ও

সুরভী

জগদীশ গুপ্ত

অন্নদা সাহিত্য ভবন হইতে—
চারু দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—১।৴০

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আভাষ

কশ্যপ ও সুরভী

ইঁহারা স্বামী স্ত্রী। ইঁহাদের ঐ সম্পর্কটা অসঙ্গত কিছুই নয়, বিস্ময়ের বিষয়ও তা' নয়; কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, একদা কশ্যপের ঔরসে এবং সুরভীর গর্ভে যাবতীয় চতুষ্পদ প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই অসম্ভব কল্পনাটা কিরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আধুনিক মানুষের বিস্ময় ঘুচাইতে পারে তাহা জানি না; তবে ঐ জাতীয় সমস্ত উপাখ্যানের মত উক্ত বংশবিস্তারের কাহিনীরও ব্যাখ্যা হয়তো একটা করা হইয়াছে, এবং ইহাও সম্ভব যে, যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সত্যের সম্মান রাখিতে নয়, গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ বলিয়া। সুরভী দেবী হয়তো দৈবাৎ প্রসব করিয়াছিলেন মাত্র একটি চতুষ্পদ জন্তু। সৃষ্টিবৈচিত্র্য হিসাবেই তার মর্য্যাদা পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু মনে হয়, আর্য্যগণ অবাক্ হইতে জানিতেন না, কিম্বা অবাক্ হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন, কিম্বা অমৃতের পুত্র মানব-অধ্যুষিত পৃথিবীতে চতুষ্পদের অকারণ—তখনকার মতে অকারণ—অজস্র আবির্ভাবের হেতু নির্ণয় করিতে যাইয়া বিহ্বল অবস্থায় সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া দিয়াছেন অমায়িক এক ঋষির স্কন্ধে; কিম্বা মানুষ আর পশু উভয়ই পরমাত্মাসম্ভূত জীবাত্মা বলিয়া পশুকে মানুষের স্তরের সঙ্গে ঐ উপায়ে আত্মীয়তায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ঘটনা যাহাই হউক, আমি আমার বইয়ের নাম রাখিলাম **কশ্যপ ও সুরভী**। জনক ও জননী রূপে কশ্যপ ও সুরভী ঘটিত ব্যাপারের প্রমাণ নাই; কিন্তু আজকালকার দিনেও যোষিৎগণ এমন বস্তু প্রসব করিয়াছেন বলিয়া জানা গেছে যা' তাজ্জব—সাপ, কচ্ছপ, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি—এমন কি, প্রস্তরখণ্ডও। সুতরাং আমি যদি এই রচনাগুলির জনক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করিতে চাই তাহা হইলে অভূতপূর্ব্ব একটা কিছু, অথবা লজ্জাকর অন্যায় করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। চতুষ্পদ জন্তুগণের আদিম পিতা কশ্যপের সন্তানগণের দিকে ক্ষমাময়, উদার এবং সস্নেহ

নেত্রপাত করার অধিকার, আর তাহাদের চোখের সম্মুখে ক্রীড়াশীল দেখার উল্লাস হইতেও আমি বঞ্চিত হইব না, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, কশ্যপ ও সুরভীর সন্তানগণ এখন মা'র খাইতেছে।

অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ব্যক্তির জীবনধারা কিরূপ আব্‌হাওয়ার ভিতর দিয়া চলিতে থাকে, এই রচনাগুলিতে তাহার একটু আভাস আছে; কিন্তু দেশের পরিচয় নাই, দশের পরিচয় নাই, দেশের ও দশের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নাই, শুভ-সাধনের সঙ্কল্প নাই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশবাসীকে প্রয়াসযুক্ত করিবার অস্থির উৎকণ্ঠা নাই, সামাজিক সমস্যার নিরুত্তর উত্থাপন নাই, গুণ্ডামি ও ভণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ নাই—অর্থাৎ লেখক হিসাবে জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের প্রচেষ্টা, কিম্বা যাঁহারা শুইয়া শুইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে সেনাপতিত্ব করেন তাঁহাদের হিতার্থে যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্কেত ইহাতে নাই। যাঁহারা নিজে নিষ্ক্রিয় এবং নির্ব্বিঘ্ন থাকিয়া পরকে দেশোদ্ধারব্রতী বিদ্রোহী দেখিতে চান্ তাঁহারা হতাশ হইবেন। যৌনচিত্রের মতই, ঠিক্ ততখানি লিপ্ততা আর আবেগের সঙ্গেই, কাব্যে উপন্যাসে দেশোদ্ধারকারীর চিত্র উপভোগ করা যাইতে পারে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। একটা মানসিক ভাবকে চিন্তাপরম্পরার শীর্ষে 'আনিতে যে-শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা আসে অনুশীলনের সাহায্যে, ক্রমবিস্তৃত অনুষ্ঠানের পথে। কথার দ্বারা অনুভূতি সংক্রামিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ফলশালী করিয়া তুলিবার ভার মানুষের নিজের প্রয়োজনবোধের উপর; প্রয়োজনবোধটি দুর্ব্বার আর সর্ব্বগ্রাসী হইয়া সমগ্র সত্তার উপরে না উঠিলে শিথিল স্বপ্নাতুরতা ঘুচাইতে কেহই পারে না, বাহিরের সংলাপে তা' ঘটে না।··· অভাব দেখা যায় ঐ প্রয়োজনবোধেরই।

কোনো একটা নির্লজ্জ লোক নাকি ভাত চাহিয়া গৃহকর্ত্রীকে বলিয়াছিল: "মা ঠাকরুণ, আমার ফুঁ টু সবই আছে, এখন খুব গরম দু'টি ভাত পেলেই হয়।"

প্রজাগণ কেবল প্রচণ্ড ফুৎকারটি লইয়া উদ্যোগী পুরুষসিংহের মত বসিয়া আছে—আশা করিতেছে: গরম ভাত সাম্‌নে দিবে অন্য লোকে।

একটা মানুষ তার ঘরে বসিয়া কি করিতেছে, আর কি পাইতেছে, ইহাতে আছে তাহারই কয়েকটি কথা। সুতরাং ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহিরে। এই কারণেই আমাকে মনে রাখিতে

হইবে যে, এই বইয়ের নাম **কশ্যপ ও সুরভী**—যাঁহাদের মারফৎ যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল, এবং এখন তারা—ঐ জন্তুগণ—নির্ব্বিবাদে মরিতে পারে।

শুনিতে পাই, সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ছোট গল্প সে-জাতীয় সামগ্রী নহে—সে কেবল চুট্‌কী অঙ্গের মনের কথা বা ঘরোয়া কথা। কাযেই ধরিয়া রাখিয়াছি যে, ছোট গল্পের মত অপদার্থ জিনিসকে আরও ছোট করিয়া তা' পদ্যে লিখিলে যা দাঁড়ায় মনুষ্য সমাজে তার যোগ্যতা কশ্যপ ও সুরভীর সন্তানগণের অনুরূপ।

কথা ও কাব্যসাহিত্যে যত প্রকারের পতন ঘটিতে পারে, আমার বিশ্বাস, সমালোচকগণ অক্লেশেই বুঝিয়া ফেলিবেন যে, তার সবগুলিই ইহাতে আছে।

আপনাদের সানুকম্প ভর্ৎসনা শিরোধার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

কুষ্টিয়া
ইং ১৫, ১২, ৩৭

জগদীশ গুপ্ত

কশ্যপ ও সুরভী

অচ্যুতানন্দের বেহালা

"হাস্‌বেন-না দেখেই। যে-জন শেষ না দেখে' হাসে,
অপরিণামদর্শী তারে বল্‌ব' অনায়াসে।
অসময়ে হেসে' এবং অকারণে হেসে'—
এমন কি, না হেসেও, একটু খুক্‌খুকিয়ে কেশে'
অনেক লোকই পড়ে' গেছে উভয়সঙ্কটে ;
হেসে' কেশে' অবাঞ্ছিত দুর্গতিও ঘটে।
অনাসক্তভাবে যাহার দিন কাটাবার মন—
তাহার পক্ষে না-হাসাটাই বিশেষ প্রয়োজন।
জানি আমি, সাধু অনেকজনা
হাসিত্যাগের কর্‌ছে সাধনা।
বাক্য মনের খণ্ড প্রকাশ ; অর্থ রেখে' চেপে'
বল্‌তে পারেন অনেক কথাই প্রয়োজনটা মেপে'…

কিন্তু হাসি !···হাসি করে এমন উদ্ঘাটিত—
উল্টে ব্যাখ্যা অসম্ভব হয় ; স্ফীত সঙ্কুচিত
করা যায় না তারপর—
হাসি এম্‌নি ভয়ঙ্কর !···
কৃপাপূর্ব্বক করুন আসন গ্রহণ—
দেখুন, কেমন সুসমঞ্জস্‌ যন্ত্রের আয়তন !
আগে অভ্যাস ভালই ছিল, আজো কিছু আছে ;
অব্যবহারের দরুণ মর্‌চে ধরিয়াছে—
হাতের একটু জড়তা,
নয় অনিষ্টকর তা'···
কিন্তু তা' ত' আলোচ্য নয় আমার পক্ষ থেকে'—
এই যন্ত্রের আবহাওয়াটা প্রাণে নিছি মেখে'
কেমন করে,' কতটা, আর রকমটা কি তার
বল্‌বো, এবং শুন্‌তে তাহা লাগ্‌বে চমৎকার !
বল্‌বেন হয়তো, 'তিরিশ টাকায় ঐ ক'খানা কাঠ !—
তিরিশ টাকায় হ'ত বৃহৎ জোড়া-তিনেক কপাট।
কাঠের গুণে দ্রব হওয়া অচ্যুতেরই সাজে—
আজ অবধি কর্‌ল' যা' তার সকলগুলিই বাজে'।
অমন কথা বলেন যদি তুল্‌ব' না তা' কানে—
কারণ, কথার পাবোনাকো মানে।
কাষ্ঠ-মূর্ত্তি জগন্নাথ আছেন নীলাচলে—
তিনি শুধুই কাষ্ঠখণ্ড এ-কথা কেউ বলে ?
তাঁহার সজীব যে-রূপটি ব্যাপ্ত প্রাণে প্রাণে—
ঐ-রূপে তা' বিশ্বে প্রকট ; কাষ্ঠ কি প্রাণ টানে ?

কাজেই বুঝুন, বারে বারে
যা' দেখেন আর যেমন দেখেন ভুল থাক্‌তে পারে
সেই দেখাতে ; কেবল চোখের দেখায়
হয় না কভু নির্ণীত, ভাই, দাম কি আর তা' কোথায় !
কাঠ নয়, এ দারুময়ী যাদুকরী প্রিয়া—
বাঁধিয়াছে আলিঙ্গনে গানের তন্তু দিয়া।
কত নিবিড় সে-বন্ধন আমিই কেবল জানি—
আমার প্রাণের প্রতিধ্বনি আমার প্রাণেই হানি'
কত সুখ যে ঢেউয়ে তোলে আমার যাদুকরী
বুঝিয়ে বলা কঠিন ভারি—অনুভবই করি।
জনয়িত্রী প্রিয়া আমার সুপ্রসবিনী—
মুহুর্মুহুঃ কর্‌বে প্রসব, কি দিবা কি যামিনী,
সুরের কুহক-লহর, আমি স্পর্শ করি যদি,
ভর্‌বে আকাশ কাণায় কাণায় ; সুরের ভরা-নদী
বইয়ে দেবে জগৎ জুড়ে' !…এম্‌নি গুণ এ কাঠের—
সে-গুণ নাই বৃহৎ বৃহৎ শালের কপাটের।
কোথায় যে এর চেতনা, ঐ জগন্নাথের মত,
টের পাবেনা অবিশ্বাসী অভক্ত লোক যত।—
নাচিয়ে ছুটায় রক্ত আমার, চক্ষুতে জল আনে,
ভরে দু'টি বক্ষ-কুহর সম্মিলিত গানে—
আমার কুহর, ইহার কুহর—
কলরোলে গুঞ্জরণে দু'টি বক্ষ মুখর।
অভিমান নাই প্রেমে, প্রেমে নাইকো মলিনতা,
কাঠের প্রিয়া জানে আমার গভীর জীবন-কথা—

বুকে থেকে' সুরের চুমায়
পাগল করে' তোলে আমায়…
উঠলেন নাকি ? এ-র মধ্যেই ? কা'ল আস্‌বেন ? বেশ।
হ'ল নাকো ভাল করে' কাঠের কথার শেষ!
গল্প একটা ছিল মজুত, পিসে'মশার দাদার—
কাল্‌কে এসে শুন্‌বেন ? আচ্ছা, আসুন, নমস্কার।

অচ্যুতানন্দের পিসেমশা'র দাদা—

"বল্‌ব' আমি, বাধ্‌ছে যদিও
পিসেমশা'র দাদাও আমার নিকট আত্মীয়।
পিসেমশা'র ভাই নয় তো, কেবল পিসেমশায়
আপ্‌নার লোক, এই উক্তিতে খুবই হাসি পায়।
পিসেমশা'র দাদা কিম্বা ভাই,
ভেবে' দেখুন, আপনার হ'তে কোনো বাধাই নাই।
যাওয়া আসায়, খবর লওয়ায়, আত্মীয়তা পাকে—
এবং তাহা বৃদ্ধিই পায় হৃদয় যদি থাকে ;
আমার হয়েছে তা'-ই—
খুবই আপ্‌নার পিসেমশা'র দাদা এবং ভাই।—
কেমন করে' ঘট্‌ল তা' অবাক্ হবেন শুনে'—
ঘটেছে তা' উভয় পক্ষের গুণে।
এ-বিষয়ে বক্তব্য আর নেই—
গল্প এখন এই ঃ
ফাল্গুন মাসে পত্র পেলাম পিসেমশা'র দাদার ঃ
'শুন্‌বোনাকো আপত্তি, বাপ্, কোনোপ্রকার বাধার
শ্রীমান্ ধীরু'র বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে বিশে—
আমার কিছু নাইকো দিশে কি হবে যে কিসে!

তুমি এসে লহ কাজের ভার—
সম্প্রতি এই ইচ্ছা সকলকার।
মাঝে আছে দিন সাতেক আর, মাত্র সাতটা দিন ;
অনেক দিকেই অনেক কাজ। অনুজ শ্রীমান্ যতীন
কাতর হ'য়ে দাঁতের ব্যথায়
দাঁত তোলাতে, দাঁত বাঁধাতে, গিয়েছে ক'লকাতায়।
তাই লিখি, বাপ্, আসবে ত্বরা বধূমাতায় নিয়ে—
বৌমা আমার না এলে যে পণ্ড হবে বিয়ে!
তোমার বড় পিসিমা
ঘাড় উঁচিয়ে আছেন, তাঁর নাই উদ্বেগের সীমা ;
তিনি বল্‌ছেন, ধীরুর বিয়েয় না এলে অচ্যুত্
বৌমাকে নিয়ে, শুভকার্য্যেই থাক্‌বে খুঁৎ!
অত্র কুশল। আমাদের আশীর্ব্বাদ জেন'।
অলংমিতি বিস্তারেণ।
পুঃ। সঙ্গে এন' তোমার শীতের বিছানাদি—
শেষ রাত্রে শীত পড়ে খুব। শ্রীমতী আহ্লাদী
সর্দ্দিজ্বরে কাতর আছে। চিন্তা নাহি তায়।
ইতি। নিত্য আশীর্ব্বাদক শ্রীধর গুহরায়।'
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—ঐ পত্র দেখে'
তৈরী হ'লেন তদ্দণ্ডেই তেল ও সিঁদুর মেখে'।
তর্ক করলাম বিস্তর তাঁকে সবুর সওয়া'তে—
দেরী করতে দু'দিন। উনি রুষ্টা হ'য়ে তাতে
বন্ধ করলেন বাক্যালাপ—
তখন চাইতে হ'ল মাপ।

সে যা'ই হোক্, তৎপরদিন মোষের গাড়ীর সওয়ার
হ'য়ে আম্‌রা, এবং হ'য়ে ছুটি নদী পার
এলাম আম্‌রা—আমি এবং স্ত্রী সুরবালা—
পিসেমশা'র দাদার বাড়ী! গ্রামের নাম খালা।
খালার গুহরায়বাবুরা খ্যাতনামা লোক—
পিসে মশা'র ঠাকুর্দা ত' ছিলেন পুণ্যশ্লোক।
সে যা'ই হোক্ পৌঁছে গেলাম, এবং শুনলাম গিয়ে,
বিয়ের তারিখ আরো ছু'দিন যাবে পিছিয়ে…
আরো বুঝলাম, আমার উপর নির্ভর করার কথা
আম্‌ড়াগেছে' করে' আমায় টেনে' নে'য়ার ভাঁওতা—
চালাকি তা' পিসেমশা'র দাদার;
কিন্তু তিনি লোকটি চমৎকার—
ঘুণাক্ষরেও বল্‌লেন নাকো, অমুক কাজটা করো,
কিম্বা দাও পরামর্শ, বুদ্ধি অধিকতর—
অর্থাৎ আমায় শুয়ে থাক্‌তে দিলেন…
বহু খাতির কর্‌ল' ছু'ভাই, ধীরেন এবং নীরেন।

বিবাহের দিন এসে পড়ল; কিন্তু পিসেমশায়,
যতীনবাবু, এলেন নাকো—তাঁরই আসার আশায়
যদিও দিন পিছিয়ে নে'য়া হ'ল আরো ছু'দিন—
তাঁর অভাবে বাড়ীর সবাই হ'ল ক্ষুণ্ণ মলিন।—
সুরবালা অবান্তরভাবে
কাঁদ্‌লেন ছু'ফোঁটা; জল থাকেই তাঁর তাঁবে!

কিন্তু পরে বুঝা গেল, কেন পিসেমশায়
হঠাৎ অমন ছুটে' গেলেন দাঁতের চিকিৎসায়
এই আনন্দের দিনে, আর, এই আনন্দ ফেলে'—
ধীরু যে তাঁর বড় আপ্‌নার, বাড়ীর বড় ছেলে ;
প্রথম বংশধরের আজ হ'তে যাচ্ছে বিয়ে—
বধূ ঘরে তুলবেন তিনি আশীর্ব্বাদ দিয়ে !

সে যা'-ই হোক্, ধীরুর বিয়ের বরযাত্রিগণ
পৌঁছল' সেই কনে'র বাড়ী—সন্ধ্যারাত্রি তখন…
আলো জ্বল্‌ল' খুব, এবং ঢোল বাজ্‌ল ঢের—
ধরিয়ে দিল মাথাই অনেকের !
খুব আয়োজন সে-বাড়ীতে, আদর আপ্যায়ন,
যত ইচ্ছা চা' পান, আর ইচ্ছানুরূপ ভোজন…
খুশী হলাম সৌজন্যে আর সাধু ব্যবহারে,
আরো খুশী হলাম প্রচুর শুদ্ধ পানাহারে…
কিন্তু আমি জান্‌তাম নাকো, গলদ্ আছে গোড়ায়—
ছ্যাক্‌রা গাড়ীর হাড়-বেরুনো ঘোড়ায়
বাঘ-শিকারের পোষাক পরে' দারুণ ঘটাসহ
চাপ্‌তে যাওয়ার দৃশ্য কি নয় খুবই দুর্ব্বিষহ
গোড়ায় গলদ্ থাকে বলে' ? তেম্‌নি গলদ্ ছিল
ধনাঢ্য এই বিবাহে—তা' পরে দেখা দিল।…
খুলে' বল্‌ব বৈ কি, বন্ধু ; কিন্তু আমার প্রাণ
ধড়াস্ ধড়াস্ করে আজও—জন্মে অভিমান

মানবজাতির প্রতি,
বিদ্রোহী হই অতি—
তার কারণটা বলার পূর্ব্বে বলা প্রয়োজন :
বরযাত্রী গিয়েছিলেন পণ্ডিত একজন,
ধীরুর বন্ধু ; সংস্কৃতে প্রীতি-উপহার
ছেপে' এনেছিলেন তিনি—কাগজের কি বাহার !—
মনে আছে লাইন আট—
কল্পনা খুব দূরপ্রসারী, এবং খুবই বিরাট ;
ফুল ফুটবে প্রাণে
ব্যঞ্জনায় আর ধ্বনির মধু প্রবেশ করলে কানে :
'পুরা বিপাসা তটিনীতটে শুভে
বসদ্ভিরার্য্যপ্রমুখৈর্ম্মহাত্মভিঃ
বিবাহরীতির্বিহিতা যথা তয়া
বিভূষিতা ভূজ্ক্ষ্ ভুবঃ সুখং চিরম্ ॥
কুড্মলদন্তী বিকটনিতম্বা
কিন্নরকণ্ঠী লঘুতর মধ্যা।
বিম্বফলোষ্ঠী মৃগশিশুনেত্রা
মিত্রং ভবন্তং সুখয়তু কান্তা ॥'
এই বর্ণনা, উচ্চতম কবিজনোচিত,
জাগিয়ে আশা অপরূপ করলে খুবই অহিত···
কবি স্বয়ং ধাক্কা খেলেন কনে'র রূপ দেখে',
কন্যা বসে' আছে যেন অমাবস্যা মেখে' !
ভারি বিশ্রী রং আর ভারি বিশ্রী রূপ—
সংস্কৃত ছন্দ-স্বপ্ন আঘাত পেলে খুব ;

বড় চুলে চাদর ঢাকা দিয়ে
বস্‌লেন কবি আড়ালে আর অন্ধকারে গিয়ে।
সাধারণ ব্যক্তি যারা তারাও হল অবাক্।
গুরুজনের কাণ্ড দেখে লাগল' আমার তাক্।
বি-এল্-পাশ ছেলে, আর, রূপ কি মরি মরি!
তার বরাতে এই স্ত্রী! এই কুরূপা কিশোরী!
চেয়ে রইলাম ধীরুর দিকে…
বামে নিয়ে কনে'টিকে
নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার করছে পাণিগ্রহণ—
বাধ্‌ছে নাকো জিহ্বায় তার মন্ত্র উচ্চারণ!
কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে অত রহস্যময়
ব্যাপারটা ত' নয়!—
লোকচরিত্র তল্লাস
আর, চোখকে অবিশ্বাস
না করলেও চলে, কারণ, মানুষ দু'দিনের—
চিরতরে লক্ষ্মী এলে সে-ই মানুষের ঢের,
তপস্যার পর
সেইটাই ত' সিদ্ধি, এবং তাহাই দেবীর বর।
কল্পনাতীত বৃহৎ ছিল পণের পরিমাণ—
ছত্রিশ শো নগদ্, এবং অন্যান্য দান,
তার মূল্যও হাজার দুই—
বাদ গিয়েছে বাড়ী একটা এবং কিছু ভূঁই!
কাজেই আমার পিসেমশা'র দাদা
পান্‌নি' কোথাও বাধা।

উল্লেখযোগ্য বর্ত্তমানে এই ঘটনাটি ঃ
সংস্কৃত ঈপ্সা হওয়ায় একেবারে মাটি
পণ্ডিত-কবি (সম্ভবতঃ টিট্‌কারীর ভয়ে)
পালিয়ে গেলেন রাতারাতি না বলে' না ক'য়ে।
ফিরে এলাম গোপন বাষ্পে চক্ষু দু'টি ভরি'…
খালা গ্রামে পড়ল' সাড়া।—নিরীক্ষণ করি'
অসুন্দর নববধূটিকে
মন্থর হ'ল চলাফেরা, উৎসব হ'ল ফিকে…
চেঁচিয়ে কেউ না উঠ্‌লেও ডেকে বিধাতায়
আশাভঙ্গ স্পষ্ট হ'ল ম্রিয়মাণতায়।
সবারই ত' এ-রুচি নয়, টাকার ঝণৎকার
অসাধ্যসাধন এবং অন্যায় অপকার
করুক অবাধে !—
লোকে বল্‌ল' ঃ 'শ্রীধরবাবুর ভারি অপরাধ এ'।
সুরবালা কানাচেতে ফেল্‌লেন চোখের জল—
অনুকম্পাশীলা কিনা ! হৃদয় খুবই কোমল।…
সে যা'—ই হোক্‌, চুকে' গেল সমগ্র সে-ব্যাপার—
ভোজ প্রভৃতি। এবং এটাও হ'ল পরিষ্কার ঃ
পিসেমশা'র দাঁত দেখা'তে যাওয়ার প্রয়োজন
ঘট্‌ল' বিয়ের প্রাক্কালে যে, ইহাই তাহার কারণ ;
তাঁহার ছিল অমত্‌, আর করেছিলেন মানা—
কিন্তু তাঁহার দাদারও ত' কৈফৎ ছিল নানা।
জ্যেষ্ঠের অভিলাষ
শিরোধার্য্য করতেই হবে ভুলে সঙ্কট ত্রাস।

বধূ গেলেন বাপের বাড়ী। দিন সাতেক থেকে'
ধীরু এল ফিরে, তাঁকে পিত্রালয়ে রেখে'।
এইবার যা' ঘট্‌বে তা' করবেন অনুভব…
সব ঘটনার সারাংশ তা'—উদ্দেশ্য ও সব।
ধীরুর দেখি গম্ভীর মুখ, নিরুৎসাহ মত—
ফাঁকে ফাঁকে পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কত!
নিরুৎসাহের কারণ আছে, তা' হ'তে সে পারে—
কিন্তু পরামর্শ এত কিসের বারে বারে!…
ভাবছি মনে মনে—
দু'একটা কথাও হ'ল সুরবালার সনে;
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—দেখেননিকো তা';
শুনে' বল্‌লেন ধম্‌কে': 'তোমার কেবল ফাজিল কথা!
নির্ম্মল ব্যবহার
শিখ্‌বে কবে আর?'
প্রতিবাদ না করে' কোনোরূপ
করলাম আমি চুপ।
কিন্তু দু'দিন পরে হঠাৎ তৃতীয় দিন রাত্রে
চম্‌কে' উঠ্‌ল' বাড়ীর লোক কাঁটা দিয়ে গাত্রে।
শোনা গেল, পিতা পুত্র—ধীরু আর তার জনক—
বলে' চলেছেন ক্রমাগত বাক্য ভয়ানক,
অসঙ্গত উক্তি সব; উত্তেজনার টান্
প্রবল অতি; কণ্ঠনিনাদ ক্রমবিবর্দ্ধমান্;
রাগে অন্ধ দু'জনেই—
কি বলছেন সে-হুঁস নেই;

গা'ল দিচ্ছেন পরস্পরকে যাচ্ছেতাই সব ভাষায়—
ক্ষিপ্ত যেন গাঁজা ভাঙের নেশায়!
সহনীয় নিশ্চয়ই নয় মানসিক সেই তাপ—
সম্পর্ক ভুল্‌ছে যাতে ছেলে আর তার বাপ।
দৌড়ে গেলাম দেখ্‌তে, চল্‌ছে কিসের বিসংবাদ!…
আমি কিন্তু বল্‌ব' দিয়ে শাখা পল্লব বাদ—
কেন ঘট্‌ল' চটাচটি বেটা এবং বাপে,
বেটা কেন চাইছে টাকা, বাপ কেনই বা শাপে!
আমায় দেখে' ধীরু যেন পেল' সাহস, সাথী—
বল্‌লে: 'দেখ, অচ্যুত্‌-দা' বাবার চালিয়াতি!
বিয়ে করলাম যে-মেয়েকে দেখ্‌লে ত' সে-মেয়ে!—
কাজল কষ্টি ফর্সা রঙের সেই পেত্নীর চেয়ে!
তোয়াজ করে', লোভ দেখিয়ে, করে' আমায় রাজি—
এখন বল্‌ছেন বাবা আমায়, পিতৃদ্রোহী, পাজি।
বলেছিলেন তখন, তুমি করলে আইন পাশ,
ওকালতি কর্‌বে, কিন্তু খাবে না ত ঘাস!
মেয়ে একটু কালো, কিন্তু দেবে অনেক টাকা
তারই হাজার দুয়েক নিয়ে ঘোরাও বসে' চাকা,
ওকালতির চাকা, আর বাসাখরচ চালাও—
পসার হবে ক্রমে।…তখন বলেছিলেন ঢালাও;
এখন বল্‌ছেন, আমার লোহার সিন্ধুকের এই চাবি
মরলে আমি, পাবে। পূর্ব্বে করো' নাকো দাবি
একটি পাই পয়সার!
দেখ বাবার ব্যবহার!'

শ্রীধর গুহরায় বল্‌লেন, 'কুলাঙ্গার ও বেটা—
বাড়াবাড়ি জিদ্ করলে করবো জুতো পেটা।'
শুনে' আমি দাঁতে কাট্‌লাম জিব্—
ডুক্‌রে' উঠ্‌লো জনতার ভিতর থেকে রাজীব—
ওঁদের কর্ম্মচারী;
অপর সবাই দুর্ঘটনায় দুঃখিত হ'লো ভারি।

গল্প প্রায় শেষ—
তার সঙ্গেই আমার এই গল্প বলার ক্লেশ।
ধীরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল কেঁদে ক্লেশে রোষে···
বালকগঞ্জের হতভাগ্য উকিল এখন সে।—
স্ত্রীকে নিয়ে কাছে
বাসা করে' আছে, এবং বোধ হয় ভালই আছে।···
আচ্ছা, আসুন এখন—
আবার পদধূলি দেবার রইলো নিমন্ত্রণ।"

অচ্যুতানন্দের পরামর্শ

"বাবা ছিলেন যারপরনাই ভক্তি-পরায়ণ—
মানুষ পেলেই ভাব্‌তেন, বুঝি এলেন নারায়ণ।
'বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়', এই ছিল তাঁর মর্ম্মবাণী,
চিত্ত তাঁহার সুবিস্তৃত ছিল সত্যিই অনেকখানি।
ভাগ্যে সবার সে-বাণী নয়, চিত্ত বিশাল নয়কো সবার—
তা' হ'লে ত' লালবাতিতেই ঘুচ্‌ত লোকের ঘরের আঁধার
সবার চিত্তই মুক্ত অমন হ'লে
নৃত্য করে' মর্‌ত কতক, কতক মর্‌ত পিত্ত জ্বলে'।
'বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়'—
দূরে থেকেই কথাটাকে প্রণাম করি ; সবাই করো।
সে যা'ই হোক্, এই সমুদয় নারায়ণের সেবায়
(খুবই তাহা দুরূহ আর সুসঙ্গত দায়)
চঞ্চল খুব দেখ্‌তাম তাঁকে। সকুণ্ঠ বিনয়ে
আপন দৈন্য অযোগ্যতার ক্ষমা চেয়ে ল'য়ে,
দেব্‌তাজ্ঞানে করাতেন সেই ভবঘুরে' ভোজন—
ভুলে' যেতেন বদান্যতায় নিজের আয়ের ওজন।
এই কথাটা হ'য়ে জানাজানি
ভৃঙ্গারাভিমুখে বহু ভৃঙ্গে আন্‌ত টানি'...
আন্‌বেই তা' ; কারণ,
চুরি ত' তা' নয়, তা' ন্যায্য আচরণ।

মানুষ যেথায় একটু নত, একটু হীনবল,
সেইখানেতেই ভিড় কর্‌বে প্রবঞ্চকের দল—
বিশেষ করে' অতিথি আর সাধু বৈষ্ণবগণ,
লক্ষই তাঁদের তৃপ্তি এবং পুণ্য বিতরণ…
একটু রন্ধ্র, একটু সুযোগ পেলে
বল্‌বেনই ত' : 'এলাম ; কারণ চিত্ত হেথায় মেলে।'
ধরা-বাঁধা কথা—
হয় না অন্যথা।
বাবার হ'ত তা'ই—
দেখ্‌তাম, তাঁর অভ্যাগত-সেবার অন্ত নাই।
তবে তাঁরা কেহ কেহ কর্‌তেন আশীর্ব্বাদ
ভোজনান্তে, তুমুলভাবে করি' কণ্ঠনাদ।…
তাহার যদি মূল্য থাকে, এবং তা যদি হয় সঞ্চয়—
আমাদের তুল্য তবে ধনী কেহই নয়।
এ-পারেই, কি এ-পার ছে'ড়ে গিয়ে পরপারে
বল্‌ব আমরা- ভয় নাই, মন, ডঙ্কা বাজা রে!
সে যা'ই হোক্, সেই সমুদয় নিত্য নিরঞ্জন
এ গল্পের বিষয়ীভূত নন্।—
দিলাম বাবার হৃদয়ের একটু পরিচয়,
এ গল্পের সংশ্রবে তা' না দিলেই যে নয়!
এ-গল্প চাকর নিয়ে।—নবীনকিশোর হাড়ি
চাকর ছিল কয়েক বছর আমাদের এই বাড়ী।
বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী সে—
কাজের ছিল দিশে।

কিন্তু ঘট্‌ল দুর্ঘটনা—তার স্ত্রীটি গেল মারা,
নবীন হ'ল বিব্রত খুব হ'য়ে পত্নীহারা
বালকপুত্রে নিয়ে।…
সবাই বল্‌লে ঃ 'নবীন, তুমি করো আবার বিয়ে।'
নবীন বল্‌লে ঃ 'উঁহুঁ। আর বিয়ে কর্‌বো না ;
আয়ু থাক্‌লে আমার হাতেই মানুষ হবে ভোনা।'
বলে' নবীন ভানুদাসকে হাতে ধরে' এনে—
বাবার কাছে এনে—বল্‌লে করুণ কণ্ঠ হেনে'
বাবার বুকে ঃ 'আপনার পায়ে রাখ্‌লাম এই ছেলে—
যা' ইচ্ছে করুন, রাখুন, কিম্বা দিন্ ফেলে।'
শরাঘাতে বিচলিতা অতি
জলধারা দিলেন ভোগবতী,
অর্থাৎ বাবার চক্ষু দুটি হ'ল বাষ্প-মলিন,
বল্‌লেন ঃ 'এ-কে রাখ্‌লাম আমি ; কাঁদিসনে তুই, নবীন।'
আরো বল্‌লেন ঃ 'জীবমাত্রেই আছেন নারায়ণ—
আমি তোর এই গোপালটিকে কর্‌বো প্রতিপালন।'
ঐ কথাতে কৃতজ্ঞতা উদ্বেলিত হ'য়ে
অশ্রুরূপে চল্‌লো দ্বিগুণ ব'য়ে
নবীন হাড়ির চোখে…
আরো দ্বিগুণ কাঁদ্‌লো নবীন মৃতা পত্নীর শোকে।

*   *   *   *

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে
মার্জ্জনা আর অনুমতি চেয়ে সকাতরে—

ভাল লাগে না বলে' নবীন গেল চাক্‌রী ছাড়ি' ;
ভোনারূপী গোপাল রইল আমাদেরই বাড়ী…
নন্দালয়ে যেন নন্দত্বলাল—
আগ্‌লে' থাক্‌লো তারে আমার বাবার স্নেহজাল।…
মানুষ হয় ভানুদাস—অর্থাৎ খায় দায়,
কাপড় জামা পরে, আর বই নিয়ে সে চেঁচায়—
অর্থাৎ সে পড়ে ; এবং আমিই তার 'টিউটর'।
ভদ্রভাবে হ'তে লাগ্‌লো জীবন অগ্রসর
ভানুদাস হাড়ির——
ছেলে সে এই বাড়ীর।

কাট্‌ল ন'টি বছর ; ভোনার বয়স হ'ল বেশ—
সপ্তদশ প্রায় ; হ'লো গুম্ফের উন্মেষ ;
সবিরামে লেখাপড়া শিখ্‌লো ততখানি
কাজ-চালানো-বিদ্যা বলে' যেটুকুকে জানি ঃ
শুভঙ্করীর অঙ্কপাত আর জটিল জটিল বানান্‌,
লম্বা লম্বা ঠিক্ বসানো, কর্‌লাম তারে দান ;
এ-সবের পিছু
ইংরেজিও শিখ্‌ল কিছু কিছু।…
দ্রোণাচার্য্যের বাড়া আমি ; গরম হ'য়ে থাকি…
বাবা বলেন ঃ 'চাক্‌রী পেতে আর বাধাটা কি ?
দোকানে তুই চাক্‌রী নে—
বিশ্বাস বজায় রাখিস্‌, দেবে আট্‌টি টাকা মাইনে।

শুনে' ভোনা ভদ্রভাবে মিটিমিটি হাসে—
মনে হয়, সে কৃতজ্ঞ, আর খুবই ভালোবাসে।
বাবাই নিজে অনেক আড়ৎ ঘুরে' অনেকবার
চাক্‌রী ঠিক কর্‌লেন যা' উপযুক্ত ভোনার।
মাল-চালানী ব্যব্‌সা তাদের—প্রধান কারবার ঐ—
মুদিখানাও আছে তা' বৈ।
কাঁটায় বস্তা ওজন হয়; কয়াল ওজন হাঁকে ঃ
'দু'মণ সাড়ে পাঁস্বের।'...ভোনা লিখে রাখে
করে' অঙ্কপাত—
আমার শিক্ষায় অঙ্কে ভোনার ভারি দ্রুত হাত।
আরো 'ডিউটি' আছে ভোনার ঃ খুচ্‌রো বিভাগের
দেন্‌দারকে তাগিদ্‌ তারে রোজ দিতে হয় ঢের...
এবং বাজারদর জেনে'
দেয় মালিককে এনে;
অধিকন্তু মনিবের ছেলেটাকেও পড়ায়।—
ভারি খাতির ভোনার তার নিজেদের সেই পাড়ায়।
ইতিমধ্যে অসুখ হ'ল, বাবা গেলেন মারা—
ভোনার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর তখন হ'ল সারা।
এ-দিকটা এই পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বাবার নুন
খেয়ে ভোনা জয়ী হ'ল। আমায় এখন দেখুন ঃ
পরাস্ত আর মলিন নই কি?
আপনারা সব ষোল আনা, আমি মাত্র সিকি—
এক-চতুর্থ উপযুক্ততা এ-সংসারে থাকার;
মিল কেবল যে, টাকা সিকি দুইই গোলাকার,

অর্থাৎ আমায় ভগ্নাংশিক মুদ্রা বলে' মেনে'।
কাজ চালা'তে সঙ্গে করে' নিতেও পারেন টেনে'।
হাস্‌ছেন বুঝি কথা বলার বিরূপ ভঙ্গী দেখে' ?
ঠকে' ঠকে'ই ঐ রকমটা বল্‌তে লোকে শেখে।
সে যা'-ই হোক্, অতঃপর
সমস্যা এক এল ভয়ঙ্কর।
পিসে' মশা'র দাদার ছেলে আমার খুবই আপন,
খুবই স্নেহভাজন—
নীরেন্দ্রনাথ। নীরেন্দ্রনাথ থাক্‌তে এল দু'দিন
আমার এখানে। তাহার দরুণ হ'ল কিছু ঋণ।
আমি গেলে পিসে' মশা'র দাদা, এবং সবাই,
এত যত্ন করেন যে তার পরিসীমাই নাই।—
চক্ষুলজ্জাই ধরিয়ে দেন আদর করে' করে',
খাওয়ার পরও খেয়ে খেয়ে ধাত্‌ই আসে মরে'···
কাজেই যখন নীরেন এল ঘট্‌লো ভারি দায়—
মানরক্ষার কি করি উপায়!
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—বল্‌লেন সুরবালা :
'তোমায় নিয়ে হ'ল ভারি জ্বালা।
মাঝ-সাগরে ঝড়ে পড়ে' পাচ্ছ নাকো দিশে—
রকমটা তাই ; এত তোমার ভাব্‌না হ'ল কিসে ?'
বল্‌লেন আরও : 'আমাদের ত' অভাব বারমাস—
আছেই দীর্ঘশ্বাস।—
তা' বলে' ত' থেমে থাক্‌লে চল্‌ছেনাকো এখন,
করতেই হবে যথাযোগ্য খাওয়ার আয়োজন।

ভানুদাসের দোকানে যাও ; ধারেই আনো কিনে'
ময়দা ঘি আর মিহি চা'ল। চল্‌বে না তা' বিনে।
ক্রমে সেটা দিয়ে দিলেই হবে—
ভানুদাস ত' নিজের লোক, সবুর স'য়ে লবে।'
সুরবালার ঐ প্রস্তাবে হ'লাম বিস্মিত—
বুদ্ধি দেখে'…এবং আন্‌লাম ময়দা চাউল ঘৃত।—
তিনটাকা ছ' আনা বাকি লেখা পড়্‌ল খাতায়—
দোকানদারের খাতায়, এবং আমার চোখের পাতায়,
অর্থাৎ আমার চোখের পাতায় লজ্জা এল নেমে
মুহূর্ত্তেকের তরে ; তখনি তা' ডুব্‌লো ভ্রাতৃপ্রেমে…
ধীরেন নীরেন প্রিয় আমার সহোদরের মত—
ভাইয়ের জন্যে ভাই যে আরো সহ্য করে কত।

শেষ কর্‌বো ভোনার কথা বলে' ঃ
খেরুয়া-বাঁধা খাতা এবং টিকিনের এক থলে'
হাতে করে' বেড়ায় ভোনা তাগিদ্ দিয়ে দিয়ে,
আদায় করে 'খাতার বাকি' বাড়ী বাড়ী গিয়ে।—
জামা জুতো পরে এবং পরে মিহি ধুতি—
সেটা নিশ্চয় তাহার পদের বিভূতি ও দ্যুতি।
ঘাড়ের চুল নির্ম্মূল করে' কেটে দেয় তার নাপিত্—
সেটাও বোধ হয় উচিত।
পথে ঘাটে সাক্ষাৎ হয়; আমি শুধাই কুশল,
হৃদয়গত চেষ্টা আমার হয় না প্রায়ই সফল—

যেহেতু সে গা লাগিয়ে দেয় না কথার জবাব ;
তবু আমি হা'ল ছাড়ি না ; উহাই আমার স্বভাব ;
দ্বিতীয়তঃ, নিম্নগামী স্নেহের শুভ ধার—
স্নেহই করি তারে আমি হিতকামী তার।
ভিতরেতে র'য়ে গেছে আরো একটা বিষয়—
মাধুর্য্যে ও দায়িত্বে যা' কিছুরই কম নয় !
গুরু যদি শিষ্যের প্রতি না রাখেন প্রেম, প্রীতি—
গুরুরই তা' দুর্গতি, এবং সেটা দুর্নীতি।…
সে যা-হোক্, কর্ত্তব্য তার 'খাতার বাকি' আদায়—
'দেবেন কিছু আজ ?' বলে' দেন্দারকে শুধায় ;
আমায় কেন শুধাবে না ? শুধালো সে আসি'…
জমা দিলাম হিসাবে তার শীর্ণভাবে হাসি'
মাত্র আট আনা—
এবং বেশী না দেয়ারও কারণ বল্লাম নানা…
মনে মনে মাথা হ'ল হেঁট ঃ
ভালো হ'ত চুপ্‌সে' যদি মিলিয়ে যেত পেট—
কারণ, খাটো হ'তে হ'ল নিশ্চয় ভোনার কাছে ;
ভাব্‌লাম, জানি নাকো ভাগ্যে আরো কি সব আছে !
* * * তারপর সে ফির্‌লো দু'দিন দিন বিশেকের ভিতর…
আমার সঙ্গে সুরবালাও হ'য়ে উঠ্‌লেন কাতর ;
যদি না যায় তাকিয়ে থাকা স্পষ্ট চোখে ঠিক
কারো বিরস মুখের দিকে, সে বড়-সাংঘাতিক।
ভোনার কাছে থাক্‌ছে না মান ; অভিজাত্যের রং
মরে' আস্‌ছে।…না-খাওয়ানোই ভাল ছিল বরং !

লজ্জা পেতে হ'ত তখন অনটনের বশে—
বুঝ্‌ত আমার অবস্থাটা—আত্মীয় ত' সে !—
মনে কিছু করত না সে, তেমন ছেলে নয় ;
লুচি পোলাও না দিলে ত ভাঙত' নাকো প্রণয় !···
অকপটে ভেবে' খানিক্‌ বল্‌লেন স্থরবালা ঃ
'হ'লো ভারি জ্বালা।'

সে যা-ই হোক্‌ চতুর্থবার এল আবার তাগিদ্‌—
এবার দেখ্‌লাম ভোনার একটু ভারিক্কিভাব, জিদ্‌ !
বল্‌লে ঃ 'কিছু দিতেই হবে ; মালিক ভারি নারাজ ;
'পার্‌লাম-না দিতে' শুনে' ফির্‌বো নাকো আজ।'
বলে' ভোনা হ'ল আরো দৃঢ়···
এ-অবস্থায় কাঁপে ভীরু, কাঁপে অনেক বীরও ;
ভীত হয়েই বল্‌লাম ঃ 'হাত একেবারে খালি—
এমন পয়সা নাই আজ যে জুতোয় লাগাই তালি···'
বলে'ই হঠাৎ শুকিয়ে উঠে গলা—
মনে হ'ল, ভাল হয়নি ঐ কথাটা বলা···
এবং তাহার জবাব পেলাম ঃ 'এমন দেখিনি' ত' !
তবু খাওয়া চাই-ই লোকের ময়দা মাখন ঘৃত !'
স্বপ্ন নহে, কিম্বা নহে আকাশ-বাণী উহা—
কয়নি' কথা হঠাৎ-সবাক্‌ বৃক্ষকোটর, গুহা !
আশ্চর্য্য তা' তবু—
বোধ করলেন তাহা আমার অন্তর্য্যামী প্রভু।···

ভোনার কণ্ঠ, কথাগুলো, স্পষ্ট এল কানে—
তাকিয়ে দেখি পিছন্ পানে—
সুরবালা দাঁড়িয়ে আছেন ; সাম্‌নে অদূরে
ভোনা যাচ্ছে চলে'। আমি পড়্‌লাম মাথা ঘুরে।"
থেমেই হেসে' বল্‌লে অচ্যুত্ ঃ
"শুন্‌তে লাগ্‌বে খুবই অদ্ভুত—
কিন্তু দে'য়া রইলো এই পরামর্শ আমার ঃ
'ধার করে' কেউ ঘি খেও না।'…আচ্ছা, নমস্কার।"

অচ্যুতানন্দের তিক্ততা

"পুরাণ খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন, দৈত্য দানব অসুর-
দেবদ্বেষী দুষ্টমতি। কারো ভয়েই তারা
গা'ল দিতে আর লড়াই করতে করলে নাক' কসুর—
এবং যুদ্ধের হ'ল শেষ তারাই গেলে মারা।
স্বর্গ হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে করলে পিছু তাড়া
অমরগণে; অমরগণ অপদস্থ অতি;
ইন্দ্র সূর্য্য বরুণ আদি শ্রান্ত দিশেহারা—
চিন্তামগ্ন রুদ্র ব্রহ্মা এবং গোলোকপতি!
অমরগণ ত' মরবেন না! ক্লেশ ভোগের পর
মারলেন তাঁরা দৈত্য দানব রাক্ষস অসুরে—
শত্রুগণে; প্রচুর ঘেমে ছাড়ল কঠিন জ্বর—
তখন লাগল্‌ উৎসব খুব জয়ী স্বর্গপুরে।
আর একটা ব্যাপার দেখুন: ঐ শত্রুগণ
অধিকাংশই নির্ভীক আর আত্মাভিমানী
অনার্য্য ত' বটেই—মহা পাপপরায়ণ,
অজ্ঞানতা দম্ভের বশে করলে টানাটানি
স্বর্গের অধিকার নিয়ে!—কিন্তু দেখা যায়
অনেকেই তার তলে তলে বিষ্ণুভক্ত ভারি
জানিয়ে যায় তা' মৃত্যুকালে আধ্যাত্মিক ভাষায়—
কেহ আবার মনে মনেই পর উপকারী।

লঙ্কেশ্বর রাবণ ইহার প্রধান উদাহরণ—
কুম্ভকর্ণের অগ্রজ আর ইন্দ্রজিতের পিতা,
অশেষ দুঃখ দেবার পর করলে মরণ বরণ—
সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কার্য্য তার হরণ করা সীতা।
কিন্তু দেখুন মৃত্যুকালে পূজলে' চরণদ্বয়
শ্রীরামচন্দ্রের, জেনে' তাঁরে পূর্ণব্রহ্ম হরি,
গলদশ্রুলোচন রাম পরম্ ক্ষমাময়—
ক্ষমা করলেন শত্রুরে বহু সান্ত্বনা দান করি'।
তদুপরি দেখুন, রাবণ বলে' গেল হঠাৎ ঃ
ইচ্ছা ছিল তাহার একটী স্বর্গের সিঁড়ি করার ;
কিন্তু তাহা হয়নিকো ; করি' অশ্রুপাত
রাবণ করলে নিন্দা নিজের দীর্ঘসূত্রতার।—
হ'লে বোধ হয় ভালই হ'ত। স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে
সটান্ উঠে যেত' মানুষ জীব জন্তু সব ;
ভীড় হ'ত খুব—বেশী ভীড় বায়োস্কোপের চেয়ে—
গুণ্ডার মা'র খেয়ে আমরা কর্‌তাম কলরব!
সে যা'-ই হোক্, একটা কথা ভাবছিলাম আজ বসে' ঃ
রাবণ যেমন দুষ্ট ছিল ঠকাত' সে বোধ হয় ;
যদি স্বর্গের সিঁড়িনির্ম্মাণ হাতে নিত' সে
একটুখানি রাখ্‌ত' বাকি—অসম্ভব তা' নয়।
উঠে' যেত' পৃথিবীর সেই দীর্ঘতম সোপান
স্বর্গ অভিমুখে ভেদ করি' সকল লোক—
চন্দ্র সূর্য্য ধ্রুব আদি।—মহান্ দ্বারবান্
দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গদ্বারে অঙ্গে দিব্যালোক—

দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি থেকে'—ছুট্‌ল' প্রাণে পুলক—
কিন্তু শেষ ধাপে উঠেই দেখা গেল হঠাৎ
শেষ অবধি পৌঁছে নাই সে, বাকি আছে কতক,
স্বর্গদ্বার সেখান থেকে অনেকখানি তফাৎ—
লাফিয়ে ওঠা অসম্ভব আর নেমে যাওয়াও কষ্ট!—
এই কাণ্ডটা রাবণ রাজা করে' যদি যেত'—
জীবদ্দশায় মানুষগুলোর দু'কাল হ'ত নষ্ট,
স্বর্গে যাবার লোভের পর জীবন হ'ত তেতো!
এ সব কথার উদ্দেশ্য কি? দুর্ব্বোধ্য এই কথার
মানেটা কি? তা' জান্‌তে যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে—
শ্রান্ত যদি শুনুন্ তবে ক্ষুদ্র একটী ব্যাপার,
মানে যদি না পান্ তখন বল্‌বেন আমাকে।
শুনে' নিশ্চয় স্তম্ভিত্ হবেন: প্রকল্পিত সিঁড়ি
কুচক্রী সেই রাবণ রাজার, উর্দ্ধে উঠিয়াছে
অসম্পূর্ণভাবে; আছে বিশ্বজগৎ ঘিরি'—
অদৃশ্য তা', কিন্তু সত্য; সে তৈরী হ'য়েই আছে—
একটুখানি আছে বাকি; সেটুক্ পাওয়া গেলে
এই জীবনেই স্বর্গলাভ একেবারে ধ্রুব;
কিন্তু নির্ম্মাণকারী গেছে অসমাপ্ত ফেলে'—
কে জানে তায় ঘট্‌ছে লোকের অশুভ কি শুভ!
সে-সিঁড়িটা কোথায়? কেন, সে-সিঁড়িটা এই যে—
আমাদেরই মনের ভিতর ভাগ্যদেবের গড়া,
কত উচ্চ, কত সুন্দর—তাকিয়ে দেখুন নিজে
এবং ভাবুন সেই সিঁড়িকে সুসম্পূর্ণ করা

কত প্রার্থনীয় ; আর হয় না বলে' তা'
ভোগ করছেন সদাই কত কষ্ট দুর্ব্বিষহ !—
জব্দ করতে মানুষগুলোয় অদৃষ্টের ঐ কেতা—
বল্‌ছে ডেকে' : 'মানুষ তুমি স্বর্গের যোগ্য নহ।'
দৃষ্টান্ত দিই তবে—
বুঝ্‌তে সহজ হবে :
ধরুন আপ্‌নি বিয়ে করলেন—(সব দিকেতেই জয়)—
ধনী শ্বশুর, টাকা দিলেন যা' চেয়েছেন তা-ই ;
ছড়িয়ে দিলেন সোনা হীরে অষ্ট অঙ্গময়—
(আপ্‌নার নয়, বধূটীর গো !)—হাস্যময়ী সদাই
গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী সুলক্ষণা বধূ,
চুলে চোখে ভুরু নখে অদ্বিতীয়া নারী,
প্রেমে স্নেহে বিগলিত কণ্ঠে ঝরে মধু ;
যৌবন তাঁর পরিপূর্ণ লাবণ্য তাঁর ভারি—
কিন্তু একটু নাক চ্যাপ্টা ! এই কারণেই তখন
অসম্পূর্ণ সেই সিঁড়িটা পড়ল না কি চোখে ?—
ভেঙে গেল উর্দ্ধগামী ষোল-আনার স্বপন্,
আপ্‌নি হয়তো শয্যাই নিলেন চ্যাপ্টা নাকের শোকে !—
অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই যে, ব্যাহত এই জগৎ
পরাঙ্মুখীকৃত ; তারে পরিপূর্ণ সুখে
পৌঁছে যেতে দেয়া হয় না ; এবং ভবিষ্যৎ
অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুখে !
এই ত' গেল ভূমিকা। এখন বল্‌তে পারি ত'
আমার নিজের গল্প একটা নেহাৎ ব্যক্তিগত ?—

যা' কর্ত্তৃক চিন্তাশক্তি হ'য়ে বিচলিত
বলিয়ে দিলে রাবণাদির রূপকাদি যত !
—খুশী হ'লাম মন্তব্যে। এবং সুরবালা
—স্ত্রীর নাম ঐ—শুন্‌লে হবেন অবাক্ এবং খুশী ;
তিনি বলেন : 'তোমায় নিয়ে হ'ল আমার জ্বালা,
জ্ঞান জুগিয়ে বেটা ছেলেয় কি করে যে পুষি !'—
সে যা-ই হোক্, তাঁর সঙ্গে কথা আছে পাকা :
কম খর্‌চায় চল্‌তে হবে যতদূর সাধ্য ;
স্বপ্নেই আম্‌রা দেখি বহু নিরবয়ব টাকা—
স্বপ্নেই আমরা কর্‌ব ভোজন 'চর্ব্ব্য চোষ্য' খাদ্য।
সুরবালা রাজি ; অশেষ গুণবতী কি না,
ধৈর্য্যশীলাও বটেন ; খুব কম খরচায় চালান্—
ডাল হলে ত' সেদিন আর মৎস্য চাহিনা,
ডাল রাঁধেন না যদি কিঞ্চিৎ ছোট মৎস্যও পান্।
তৈলই দেন ছিটে-ফোঁটা, ছোঁয়ান্ নাকো ঘৃত
তরকারী বা কিছুতেই ; তবু হাতের গুণে
যা রাঁধেন তা-ই খেতে লাগে পরম অমৃত।—
হাসছেন হয় তো মনে মনে স্ত্রৈণ কথা শুনে' !
হাসছেন না ? ভাব্‌না গেল।—তারপরেতে শুনুন্ :
সুরবালার, এই গত কালই, হল কেমন খেয়াল,
বল্‌লেন : 'শুধুই বাঁচিয়ে যাব তুচ্ছ তেল আর নুন
চিরদিনই টিপে টিপে ? এম্‌নি পোড়াকপাল !—
ভাল খাব একটা দিন—বাধা দিও নাকো ;
ঋণ হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো'।

শুনে আমি হাসলাম মৃদু, অপরাধীর ন্যায় ;
ভাবলাম, 'স্ত্রীর খাওয়ার ইচ্ছায় প্রকাশ্যে কি চটে !—
আমার টাকা তাঁরই টাকা ; তিনিই অপব্যয়
করেন যদি বুঝ্‌বেন তিনি কুফল যদি ঘটে।—'
দুধ কিন্‌লেন পোয়া দেড়েক্‌--দধি হ'ল পাতা,
মাছ কিন্‌লেন ঐ পরিমাণ, রোহিত মৎস্যের পেটী,
ছ'পয়সায় কিন্‌লেন একটী কাৎলা মাছের মাথা—
ইত্যাদি সব হ'ল চাই যেমন এবং যে-টী !

নিম-বেগুন দে' কর্‌লাম সুরু। বিপুল আয়োজন—
কিন্তু আহার-ব্যাপার হচ্ছে স্থূল ঐহিক কার্য্য,
আনন্দ তার সসীম, ইহাই কহেন সুধীগণ,
নেহাৎ দেহধারণ করতেই ওটা অনিবার্য্য।
মনে উদয় হলেও প্রতিদিন—
উদর-চিন্তা হেয় বস্তু, বিশেষত্বহীন।—
কাজেই বিশেষ বীতং করে' একটী দুটী করি'
বল্‌ব নাকো কি কি খেলাম, কি জিনিস কি দিয়ে ;
তবে, খেলাম পরিণাম-চিন্তা পরিহরি',
ধীরে সুস্থে হাসিমুখে টেনে সাপ্‌টে নিয়ে।
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—সুরবালার সূপ,
কর্‌লাম আমি অনুভব, মুখরোচক অতি,
আনন্দ যা' পেলাম আমি তার বাস্তব রূপ
কেমন করে দেখাব ?—তার স্বর্গপানেই গতি—
রাবণের সেই সিঁড়ির মত।—আহার হ'ল শেষ—

নিম-বেগুনে সুরু করে ক্রমাগত চলে'
সমাপ্তিতে জমাট্ দধি এবং যুগল সন্দেশ—
চমৎকার সে সন্দেশ, গেল মুখের ভিতর গলে'।
উদর হল পূর্ণ—সেটা সিদ্ধি রসনার,
তৃপ্তি যাহা পেলাম তাহা ঐশিকেরই জ্ঞাতি—
কারণ, দেহ সাক্ষাৎ পেলে মনোগত ভূমার—
খাইয়ে সুখ দিতে পারে বাংলার স্ত্রীজাতি।
ভাল করে পেট ভর্‌লে ভাল জিনিস খেয়ে—
সে-সুখ করে আলোড়িত সম্বিতেরও মূল ;
তদ্‌ভব সেই আনন্দেতেই সমগ্রতা পেয়ে
মনে হয় যে, শুয়ে পড়ি।—কিন্তু সবই ভুল—
সমগ্রতা নাই ; কিছুই সুসম্পূর্ণ নয় ;
শেষ অবধি পৌঁছে নাই, ভাই, স্বর্গের সেই সিঁড়ি
মনে মনে অহর্নিশি গড়া যারে হয় ;
আশাভঙ্গের ব্যথায় মর্ম্ম যাবেই যাবে ছিঁড়ি !
সুরবালার—স্ত্রীর নাম ঐ—নিয়ে অনুমতি
উঠে পড়লাম খাওয়ার পর পরিতৃপ্তিসহ,
টান ধর্‌ল মনে পান এবং শয্যার প্রতি—
গুরুভোজন অন্তে দেহ হবেই দুর্ব্বহ।
চিবোই না ত পেটের জিনিস মুখে করি' জড়ো—
কিন্তু শুয়ে ভোগ করা যায় একত্রিত স্বাদ,
মুখের স্বাদ হয় প্রাণে ব্যাপ্ত হ'য়ে গাঢ়তর—
তাহারি নাম স্বর্গ। কিন্তু ঘট্‌ল পরমাদ ;
শেষ হল না সিঁড়ি, অর্থাৎ শেষের কয়েক ধাপ

হয়নি তৈরী হতভাগ্যের উপকারের তরে ;
অদৃষ্টের কি পরিহাস, দারুণ অভিশাপ !—
জেনেও লোকে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ছুটে মরে।
গিয়ে বস্‌লাম আঁচাতে ত' নিয়ে খড়কে' কাঠি,
ঐ অভ্যাসটা আছে আমার, দাঁত মাজা দাঁত খোঁটার ;
শৈশবকাল থেকেই দাঁত রাখি পরিপাটী—
মানে, যখন খতম্ হল দাঁত পড়ে' দাঁত ওঠার।
সে যা'-ই হোক্, খড়কে নিয়ে খুঁটছি বসে দাঁত,
এমন সময়—কি ঘট্‌ল তা করুন অনুমান—
পারবেন না তা।—সুখের মাথায় হল বজ্রাঘাত,
তিক্ততায় মুখ পূর্ণ হল, জ্বলে' গেল প্রাণ।—
খড়কের খোঁচায় বেরিয়ে এল দাঁতের ভেতর থেকে
নিম-বেগুনের নিমের টুক্‌রো—বল্‌ব কি আর বলুন—
ভোজনের সুখ গেল ঘুচে নিমের সে বিষ মেখে',
সারা মুখে জড়িয়ে তেতো হ'য়ে গেলাম খুন।"
চুপ করল অচ্যুত মুখ ভারি তিক্ত করি—
বল্‌ল আবার ঃ "দুঃখ নাই যদি এখন মরি।"

অচ্যুতানন্দের বিলাত্-যাত্রা

"শীঘ্র করিব বিলাত-যাত্রা"—
কহিল অচ্যুতানন্দ,
"ছাড়ায়ে গিয়েছে সহার মাত্রা,
আবহাওয়া খুব মন্দ।
যদি বলো টানি' ঠাট্টার সুর :
'হেতুটা কি তা' করার ?
এখানেই ঠাঁই রয়েছে প্রচুর
হাত পা ছড়িয়ে মরার !
বিলাত্-যাত্রার প্রয়োজন কি ?
এ দেশেই থাকি, জিতি আর ঠকি,
এখানেও মেলে সখা আর সখী—
হৃদয় দিবার পাত্র ;
দেখিতে পাইবে তাকা'লে ক্ষণেক—
এখানেও লোক রয়েছে অনেক,
ঘর দোর করে' আছে অকাতরে,
জ্বলে না তাদের গাত্র।
জন্মভূমিরে ত্যজিবে কি তুমি
কেবল গরম বলে' ?
দেশ নহে, ভাই, ফুল মরশুমী—
ফেলে দেবে বাসি হ'লে !'

এইরূপে কথা করো যদি শেষ—
যুক্তি হিসাবে হয় তাহা বেশ,
স্বর্গেরও উর্দ্ধে স্থান পাবে দেশ—
এ-কথা আমিও মানি ;
দেখিবে তোমরা ভাবিলে খানিক্—
যুক্তির কিছু হয়েছে বেঠিক্,
তোমরা ভেবেছ তোমাদের দিক্
আমারেও দলে টানি'।—
গরমের ভয়ে যেতেছি বিলাত্—
এ-কথা সত্য নহে ;
আমারো চর্ম্মে ঘর্ম্ম-প্রপাত
রৌদ্রের দাহ সহে…
কিন্তু আমার আপত্তি কেবল—
দিবালোক হেথা অতীব প্রবল,
জ্যোৎস্নাও অতি প্রখর ধবল—
জ্বলিছে নিয়ত যেন ;
স্পষ্ট হইয়া সবে বসে' আছি
পরস্পরের অতি কাছাকাছি,
কাজ আপনার গোপন করার
সাধ্য নাহিকো কেন ?
বিলাতের লোক থাকে কুয়াশায়—
তুষারপাতের মাঝে,
আঁধারেই তারা থাকে, নায়, খায়,
সকাল দু'পুর সাঁঝে…

জমাট্ বরফ ঝুলিছে আকাশে—
বিলাতি সূর্য্য পড়ি' তার গ্রাসে
বৃথাই শূন্যে যায় আর আসে—
রশ্মি ছোঁয় না মাটি ;
চাঁদ ত' সেখানে নেহাৎ বেচারা—
হিমে হিমাংশু হ'য়ে গেছে সারা ;
শোনেনি বিলাত, আছে তারকারা—
ক্ষুদ্র ও পরিপাটি।
জীবনে কখনো হয় না মালুম
চন্দ্র সূর্য্যোদয়,
ঘড়ির কাঁটায় শুধু জানা যায়
দিনের বৃদ্ধি ক্ষয়।—
চোখোচোখি হ'য়ে দাঁড়া'বে এমন
সুবিধা লোকের হয় না কখন,
পরস্পরের দোষান্বেষণ
করিতে পারে না কেহ ;
কেহ কাহাকেও চেনেনাক' ভালো—
চিনিবে কি করে ? দেশে নাই আলো ;
তেল ঢেলে' ঢেলে' বাতি জ্বেলে' জ্বেলে'
কে আর বিতরে স্নেহ !···
এ-দেশ দেখ' তো কেমন খারাপ—
নিজেরে যায় না ঢাকা ;
জানি এ উহার উদরের মাপ,
কাহার কিরূপ টাকা।—

লুকায়ে যা' করি রহে না গোপন ;
পথে ধরে' বেঁধে বহু আলাপন,
চোখে পড়া সদা কত জ্বালাতন
নিয়েছি তা' ঢের শিখে'…
এত দেখা শুনা, এতটা প্রণয়,
সহিতে পারি না—সহিবার নয় ;
সে-দেশে তা' নাই ; চলিলাম তাই
আঁধার দেশের দিকে।”
বলিয়া অচ্যুতানন্দ
তুয়ার করিল বন্ধ ॥

অচ্যুতানন্দের ইচ্ছা-দমন

"বিলাত-যাত্রার দেরী কত আর ?
জানিতে চেও'না, ভাই ;
বড় দমে গেছি শুনিয়া ব্যাপার—
আমাতে আমি ত' নাই !
সব ঠকঠাক্, সময়, তারিখ,
দিক্‌দর্শন যন্ত্রও ঠিক্…

মনে দেখে স্বপ্ন খুশী হ'য়ে আছি ঃ
বিলাতি জাহাজে যেন চাপিয়াছি,
খালাসী টানিছে নোঙরের কাছি…
জাহাজ ছাড়িল জেটি…

যন্ত্র-শব্দে ভরা তার বুক—
সাগরের দিকে ঘুরাইল মুখ…
কিন্তু কোথায় নিষ্কৃতি, সুখ ?—
কাজে ত' হ'ল না সেটি !
হঠাৎ অশুভ বাজ
ভাঙিয়া পড়িল আজ—

কহিলেন হেঁকে স্ত্রী সুরবালা ঃ
'তোমারে নিয়ে ত' হ'ল ভারি জ্বালা।
জানি না, বুদ্ধি কোন্ ছাঁচে ঢালা,
আক্কেল কতটা খাঁটি !

যেও' না বিলাত্, করিতেছি মানা,
নূতন জায়গা, কিছু নাই জানা ;
বাঁশবনে তুমি হবে ডোম-কাণা—
জীবন হইবে মাটি···
পাবে না থাকার ঠাঁই।—

সদাই আকাশ ঢাকা থাকে মেঘে,
ঝড়ের বাতাস বহে হু হু বেগে,
চিরবর্ষণ আছে সেথা লেগে'—
বৃষ্টির শেষ নাই।

সেথা যে গর্জ্জন করে মেঘদল—
এ-দেশের চেয়ে দ্বিগুণ প্রবল ;
তদুপরি সেথা সাগরের জল
গর্জ্জিছে বারমাস···

সে কী কল্লোল তুলিছে সাগর !—
শুনি' আতঙ্কে গায়ে আসে জ্বর ;
ছুটিয়া আসে সে গায়ের উপর
করিতে মানুষে গ্রাস !

সে জলো' বাতাস সর্দ্দির ধাতে
শরীরে লাগিলে ধরিবেই বাতে ;
গর্জ্জিয়া মেঘ সাগরের সাথে
শিরায় ধরাবে টান !

কে দিল তোমারে সেই হাস্যকর
আবহাওয়া আর লোকের খবর ?—
আঁধারেই তারা বেজায় প্রখর—
বেজায় বুদ্ধিমান্ ।

চলাফেরা করে আঁধারে তাহারা !...
জনে জনে বীর, ভীষণ চেহারা ;
চোখে চোখে রাখে কি কড়া পাহারা
পরস্পরের প্রতি !

বুদ্ধির জোরে সব টের পায়—
ফন্দিবাজির নাহিকো উপায়,
চালাকি উল্টে' চালাকে চাপায়...
সহিতে পারিবে ক্ষতি ?

টুপীতে টুপীতে লেগে' ঠোকাঠুকি
বিভোর তাহারা, প্রেম-কৌতুকী ;
আলাপে বিলাপে হয় সুখী দুখী
ঠিক্ এ দেশের মত ;

তোমরা যা' করো আলোয় বসিয়া—
দল-কোলাহলে, রসিয়া রসিয়া,
খানিক কাঁদিয়া, হাসিয়া, শ্বসিয়া,
ইচ্ছা ও চেষ্টা যত,

দেখিবে সেখানে ভদ্র চাষারে—
সেই কাজ অতি চট্‌পট্‌ সারে…
কথায় কথায় 'গেলাম বাবা রে'—
নাহি এ আর্ত্তস্বর ;

আলসে'র সেথা ভারি দুর্দ্দশা ;
বন্ধু ইয়ারে ডেকে নিয়ে বসা—
আলোচনা করা মাছি আর মশা—
এবং রূপের দর

চলিবে না ; ওরা দেবে ঠেলে' ঠেলে'
সাগরে নামিয়ে, কিম্বা দিবে জেলে…
হেন অমায়িক সাধু দেশ ফেলে
বিলাত্ যেও না, হায়… !'

শুনেই ত' আমি হারায়েছি দিশে,
একেই জর্জ্জর বঙ্গীয় বিষে—
বিলায়েতে মিশে কিসে আর কিসে
কি ঘটিছে না বলা যায়।—

কাজেই ইচ্ছা আমার
দমন করিনু এবার।"

অচ্যুতানন্দের মাতুলালয়

প্রশ্নের উত্তরে
অচ্যুতানন্দ কহিল ক্ষুণ্নস্বরে ঃ
"দেখেননিকো ক'দিন, কারণ ছিলাম নাকো গ্রামে—
সশরীরেই ছিলাম না, ছিলাম নিশ্চয় নামে।
এই জীবনে পড়ে যখন ইতি—
একেবারে লুপ্ত হওয়া তখনকারই রীতি ;
তার পূর্ব্বে কাজের জন্যে করা যাতায়াত—
কাছে ঘেঁষে' আসা, এবং সরে' যাওয়া তফাৎ।
একেবারে অদৃশ্য ত' হতে পারলেই বাঁচি,
পাইনে খুঁজে কার মায়াতে কায়া আঁকড়ে আছি!
গিয়েছিলাম কোথায় নিজের গৃহস্থালী ছাড়ি ?
গিয়েছিলাম পত্র পেয়ে নিজের মামার বাড়ী—
এখান থেকে' অনেক দূর—
যশোর জেলার শত্রুজিৎপুর।
জান্‌তাম নাকো স্নেহের করুণ ডাকে
পরাণ এমন ছট্‌ফটিয়ে হঠাৎ ছুট্‌তে থাকে!
মামা লিখ্‌লেন পোষ্টকার্ডে চিঠি একখান্‌ আমায় ঃ
'একবার এসে দেখে' যাও বাপ্‌ নিজের মামী মামায়

ছেলেবেলা থেকেই তুমি দুঃখ বোঝো মামার—
সহোদরার নিজের পুত্র ভাগ্‌নে তুমি আমার,
ভারি ব্যথার পাত্র আর ভারি স্নেহের জিনিস।—
কি শোকে যে জ্বল্‌ছি মোরা জ্বল্‌ছি অহর্নিশ
ভগবানই জানেন তা—
সাক্ষাতে সব শুন্‌বে কথা।
বৌমাকেও সঙ্গে এনো। জানাই আশীর্ব্বাদ।
বৌমা এলে পূর্ণ হবে নিজের মামার সাধ।
তুমি পরম কল্যাণীয়—
নিজের মামীর আশীর্ব্বাদও নিও।
এস নিশ্চয়,
অন্যথা না হয়।'

নিজের মামার এই পত্রে ছট্‌ফটিয়ে উঠে'
নিজের মামার বাড়ী আমরা গিয়েছিলাম ছুটে'।
কি দেখ্‌লাম ? কিছুই না—নূতন কিছুই নয় ;
এই মাত্র যে, শোকের জ্বালা হয়নি আজও ক্ষয়।
জানেন না কি ঘটনাটা ?…কঠিন ঘটনাটা—
মনে পড়লে আজও দেয় সর্ব্ব অঙ্গে কাঁটা।
শুনুন বলি ঃ আমার মামা নিত্যবিলাস ঘোষ—
গোঁড়া, আর তাঁর শাস্ত্র মেনেই অশেষ পরিতোষ।
ও পক্ষে সন্তানাদি হয়নি' কিছু তাঁর,
এ পক্ষে একটি কন্যা—সেরা মেয়ে গাঁ-র।
চোখ জুড়ান' মন জুড়ান' রূপ এবং স্বভাব—
ভুলিয়ে দিল বাবা মায়ের ছেলের নিত্য অভাব ;

খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—সকল কাজে পাকা,
লেখাপড়ায়, গৃহকর্ম্মে ; হিসেব করে' টাকা
খরচ করতে খুব হুঁসিয়ার—
এমন মেয়ে হয় না আর।
মামা আমার বেজায় হিঁদু, করে' গৌরীদান
বিশেষ কোনো শাস্ত্রবাক্যের রক্ষা করলেন মান।
অন্য কিছু না-ই বা করি, কেবল গৌরীদানে
অশেষ পুণ্যলাভ হয় যে সেটা কে না জানে!
এই দেশটায়
বিনা চেষ্টায়
শুদ্ধিলাভের উপায়
ঘুরছে পায় পায়—
তাকিয়ে কেবল দেখা, আর কানে কেবল শোনা—
তাতেই মানবহৃদ্‌জমিনে ফল্‌তে থাকে সোনা ;
কিছু আচার পালন—
সঙ্গে সঙ্গে হ'তে থাকে যাবৎ পাপের ক্ষালন।
সংসারটা কিছুই নয়—তবু হ'চ্ছে থাক্‌তে,
এ-কথাটা অষ্টপ্রহর হবে মনে রাখ্‌তে।
জ্বেলে' রেখে দিবারাত্র ইষ্টনামের পল্‌তে
কষ্টের সঙ্গেই হবে তোমায় পুনঃপুনঃ বল্‌তে :
'যা' করাও তা-ই করি, প্রভু ; বদ্ধজীব এ ভবে'...
তা' হলেই সেই পুণ্যবলে শমন নাহি ছোঁবে।
পুণ্যতোয়া গঙ্গামায়ি, তুল্‌সী এবং শাঁখ—
এ থাক্‌তেও পুণ্যলাভে যেটুক্ থাকে ফাঁক

গৌরীদানেই হয় তা' পূরণ—যদি গৌরী থাকে,
ইহার পরও যদি ব্যক্তি হরি বলে' ডাকে
একা একা কিম্বা অনেক হ'য়ে একঠাঁই
তবে ত' তার ভরতি জাহাজ—রাখ্‌বার স্থান নাই।
সে যা-ই হোক্, পাত্রস্থ করে' কন্যাটিকে
চেয়ে আছেন মামা আমার ভবিষ্যতের দিকে
পুলকিত চক্ষে—
বিধাতার সুপ্রসন্নতার তৃপ্তি নিয়ে বক্ষে
দীর্ঘকালই—বছর দেড়েক্…এমন সময় হঠাৎ
কেউ জানে না কাহার পাপে হ'ল বজ্রাঘাত—
খবর এল : নিস্তারিণীর স্বামী গেছে মারা !—
মামী গেলেন মূর্চ্ছা—মামা হ'লেন আত্মহারা…
আর্ত্তনাদে ছুটে' এল যাবতীয় লোক—
সবাই মিলে' করলে অনেক অশ্রুপাত ও শোক।
নিস্তারিণী সে-সময়ে ছিল নাকো ঘরে—
গিয়েছিল সইয়ের বাড়ী দূরে পাড়ান্তরে।
ইহার পরই ঘট্‌ল' যা' তা' ঘটান' ঠিক্ নয়—
একটা দিকে ক্ষুদ্রতার তা' তীব্র পরিচয়।
আচার বিধি মানি নাকো—তবু বল্‌তে চাই,
ফল দেখে' কাজ বিচার করলে মার্জ্জনা তার নাই।
যেথায় তোমার আত্মা এবং দেবতা আর পুণ্য—
সেথায় যদি বুঝার ভুলে অঙ্ক পড়ে শূন্য
তোমার ভাগে—আর যদি তা' বুঝ্‌তে নাহি পারো,
ক্ষতি তাতে তোমার ছাড়া নাইকো কিছু কারো।

কিন্তু পরের সঙ্গে উচিত-আচরণের বেলায়
দেখ' অহিত না হয় অবোধ ধৃষ্টতা কি খেলায়।
ভালো করে' বুঝে'
পরের তৃপ্তি দেখ্‌তে গিয়েও দেখো সেটা খুঁজে' !
সে-কথা যাক্‌!...দুঃসময়ে অনেক নরনারী
জুটেছিল। বুদ্ধিনাশ ঘট্‌ল' সবাকারই!—
সবারই এই মত হ'ল যে, এ-জীবনের মত
বঞ্চিত হ'ল মেয়ে; এখন আচার নিয়ম ব্রত
পালন করে' চল্‌তে হবে সকল বিলাস ছাড়ি'—
কপাল-ভরা ছাই ছিল যে! কষ্টের কথা ভারি;
ছিন্নলতার দুরূহ সে জীবন
বইতে হবে কৃচ্ছ্রতপে সন্ন্যাসিনীর মতন।...
এবম্বিধ বিলাপান্তে করলেন তাঁরা বোধ—
আজ মেয়ে নিক্‌ খেয়েদেয়ে এ-জন্মের শোধ।
মামা তখন বেরিয়ে গেছেন মাথা ঠুকে' ঠুকে'
জামাইয়ের যে-দেশে বাড়ী তারই অভিমুখে—
একেবারে হ'য়ে ক্ষ্যাপার মত
আলুথালু—তীব্র ব্যথাহত।
এদিকে, শোক সম্বরি' আর চেপে' শোকের কান্না
নানাবিধ ভালো ভালো মৎস্য হলো রান্না।
নিস্তারিণী ভারি খুশী দেখে' আয়োজন—
বল্‌লে নেচে': 'ব্যাপার কি, মা, কিসের নিমন্ত্রণ' !
সে-আনন্দ কত করুণ
আপন বুকের অনুকম্পায় অনুভব তা' করুন।

সে-দিক্‌টা গেল চুকে'—অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে
বৈধব্যের আবহাওয়াটা যেমন করে' জমে
তেম্‌নি করেই জমিয়ে দিলেন বালিকাটির দেহে—
আবৃত তা' করা হলো অপরিসীম স্নেহে।…
শাশুড়ী তার লোকটি ভালো—বদ-স্বভাবের হ'লে
বল্‌ত' রুখে' : 'বউয়ের পয়েই ছেলে গেল চলে' ;
রাক্ষসী ও স্বামীখাগী ; অতএব ও যাক্‌ ;
চাইনে আমি অমন বধূ—বাপের বাড়ীই থাক্‌।'…
কিন্তু সে তা' বল্‌লে নাকো ; বল্‌লে আদর করে'—
ব্যথায় কণ্ঠ ভরে' :
'আয় আবাগী আমার কোলেই ; থাক্‌ মা বুকে আমার ;
তোরে দেখেই ঠাণ্ডা হবে বুকের হু হু আগুন।'…
বলে' নিয়ে রাখ্‌ল' কাছে নিস্তারিণীকে—
ভুল্‌তে চায় সে পুত্রশোক তাকিয়ে বধূর দিকে…
ভাবে : 'আমার যা' হ'বার তা' হ'লই—তবু আমার
যম আছে ; সেই যম্‌কেই আমি ডাক্‌ব অনিবার…
কিন্তু ও যে তা'-ও জানে না ; ঐ শিশুটি আজ
জানে না ত' কি হারা'লো, কোথায় পড়ল' বাজ !—
দীর্ঘ জীবন সম্মুখে তার শুষ্ক নিরাশ্বাসে'…
ভাবে আর সে বধূকে তার টানে বুকের পাশে।
এম্‌নি করেই দিবস কাটে বধূ শাশুড়ীর…
মামারাও শোক ভুলে হ'চ্ছেন ক্রমে ঠাণ্ডা স্থির—
এই খবরই জান্‌তাম ;
তারপর ঐ পত্র তাঁর হঠাৎ সেদিন পেলাম।

কর্ত্তব্য ত' করতে হবেই—গেলাম আমরা ছুটে'…
মামা করলেন অভ্যর্থনা শয্যা থেকে উঠে' ;
দেখ্‌লাম, মামা কাতর খুবই ; মনের অস্থিরতা
চেপে' তিনি কইছেন যেন অল্প ভাষায় কথা।
মামী যেন অপ্রতিভ, আর নিজের উপরেই
অপ্রসন্ন হ'য়ে আছেন—কারণ, বারেবারেই
নিজের প্রতিই প্রয়োগ করলেন অনেক কটু উক্তি ;
আর দেখালেন যুক্তি :
মানুষে ভুল করে, কারণ, মানুষ বুদ্ধিহীন—
সজ্ঞানে পাপ করলে তারি ক্ষমা পাওয়া কঠিন।
ভুলের ক্ষমা নিশ্চয়ই ত' করেন ভগবান্—
উদ্দেশ্যই দেখেন তিনি, এবং দেখেন প্রাণ।'
প্রত্যুত্তরে আমি বল্‌লাম : 'তা'-ই ; তা'-ই বটে'…
কিন্তু কথার মর্ম্মার্থটা পোঁছলো না ঘটে।
জামাইয়ের নাম নিয়ে, এবং নিয়ে মেয়ের নাম
বল্‌লেন : 'এরা পূরাল' না কোনোই মনস্কাম ;
কেবল দিল দাগা ওরা চিরশত্রুর মত,
কেবল দিল হাহাকার আর চিরজীবী ক্ষত।'
তাহার পরই আমাদের সেই শুভ গমনে
হরষিত হ'লেন তাঁরা সমান দু'জনে—
বল্‌লেন : 'ভারি খুশী হলাম কথা রেখেছ যে ;
শান্তি পেলাম ; সে-ই আপন যে অসময়টা বোঝে।'
কাট্‌ল' সেদিন, এবং ক'দিন, নানান্ কথাবার্ত্তায়,
আহারাদি হ'তে লাগ্‌ল' বেশী বেশী মাত্রায়।

মামা বল্‌লেন ঃ 'কথা ক'য়ে বাঁচ্‌ল' যেন মন—
তোরা দিলি নিঃশ্বাস—তোরা লক্ষ্মীনারায়ণ !'...

সাতদিন থেকে' মামার বাড়ী স্নেহে আদরে—
শান্তি দিয়ে মামী মামায় কাল ফিরেছি ঘরে।
আমার তৃপ্তি এইটুকু, আর ইহাই মহিমা—
আমায় পেয়ে দুঃখী মানুষ পেল' দুঃখের সীমা,
অর্থাৎ আমার জীবন এবং সরসতা আছে,
প্রেমাকাঙ্ক্ষী চিত্তে তাহা ভালো লাগিয়াছে।...
ঠিক বলেছেন—এই গল্পটি ভালো নয় কো তত ;
কৌশলে কি তীব্রতায় নয় আগেরগুলির মত ॥"
তারপরই অচ্যুত খুব মৃদু একটু হেসে
বল্লে ঃ "কিন্তু গল্পের শেষ ঘটল' হেথায় এসে।
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—বল্‌লেন সুরবালা
আজ্‌কে আমার সাম্‌নে দিয়ে জলখাবারের থালা-
বল্‌লেন অতি করুণভাবে চেয়ে ঃ
'সম্প্রতি খুব গোপন একটা আঘাত ওঁরা পেয়ে
হ'য়েছিলেন দিশেহারা—
অপরাধের ভয়ে লজ্জায় হ'য়েছিলেন সারা ;
দৈবাৎ আমি দেখেছি এক পত্র—
নিস্তারিণীর হাতের লেখা অল্প কয়েক ছত্র :
লিখেছে সে ভারি দুঃখে কান্নাকাটি করে'—
নিদারুণ তার অভিমানে ভরে'—

লিখেছে : 'মা, যেদিন আমার পুড়ল' কপালখানা—'
খবর গেল জানা,
সেদিন তুমি কেন, বলো, অখাদ্য বিধবার
খাইয়েছিলে, চাপিয়েছিলে মহাপাপের ভার
আমার মাথায়
অবোধ পেয়ে আমায় !
কি শাস্তি যে পেয়েছিলে তাহা তুমিই জানো ;
খুইয়ে দেছ পরকালটা—পরকাল ত' মানো !
সেই যে অনাচার—
প্রায়শ্চিত্ত আছে কি তার ?—
সে-কথা নয় কাউকে বলার ; তুল্য অপরাধে
অপরাধী তুমি আমি। এমন বাদও সাধে !
আমার ধর্ম্ম ভাব্‌লে নাকো, চাইলে না তার মুখ,
দেহের শুচির বিনিময়ে ভালো খাওয়ার সুখ !—
তাহাও কেবল একটিবারের !
এই জঘন্য অনাচারের
প্রতিকার কি, তাদের কাছে শুনে' বলো' আমায়
হ'য়েছিল যারা তোমার বুদ্ধিদাতা সহায়।
মা হ'য়ে, মা, তুমি আমার কর্‌লে এমন ক্ষতি !
অধিক কি আর লিখ্‌ব ? তোমার ধর্ম্মে থাকুক মতি।
তোমার কাছে যাবার আমার আর ইচ্ছা নাই—
আমি যেন মরে' গেছি, মনে করো' ইহাই।'
ভেবে দেখুন কৃপাপূর্ব্বক—
ইহাও একটি দারুণ শোক ;

নিস্তারিণীর ঐ পত্র খুবই সাংঘাতিক—
উদ্‌ভ্রান্ত মামা মামী খুঁজে পান নাই দিক্‌
কি কর্‌লে দুঃসহ এই আত্মগ্লানি ঘোচে,
জীবন আবার রোচে…
মামী বেজায় নাস্তানাবুদ্‌ মামার ভৎর্সনায়,
খিটিমিটির বিরাম নাই, আর অমিল দু'জনায়।
অপরাধের জ্ঞানে মামী অনুতপ্ত ভারি,
মামা দিতেন খোঁটা আর বুদ্ধির বলিহারী…
দুঃখময় এই গ্রহের ফের
অসহ্য খুব ; পরস্পারের
মাঝখানে চাই কাউকে, তাই ডেকেছিলেন আমায়—
ক্লান্ত হ'য়ে ডেকে' ডেকে' ভাগ্য-বিধাতায়।
এ-সব আমার অনুমানই. কিন্তু বোধ হয় ঠিক্‌,
জাত-মারা ঐ কাণ্ড করে' জীবনেতে ধিক্‌
হওয়াই উচিত। এবং মেয়ে এইভাবে যে নেবে
ব্যাপারটা, তা' আগে কেউই দেখেননি' ত' ভেবে' !
কাজেই ক্ষোভের সীমা ছিল না—
একা একা অপার দুঃখে দিন কাটিল না…
কাজেই আমরা গিয়েছিলাম—নিয়েছিলেন ডেকে' ;
মনটা খারাপ হ'য়ে আছে শোনার পর থেকে।…
আচ্ছা, তবে আসুন, ভাই,—
সুখী হ'লাম শুনে,' খুব ভালো আছেন সবাই।"

অচ্যুতানন্দের ক্ষোভ

"মাঝে মাঝে হ'লেও দুর্ম্মতি—
ভাব্‌তাম্, বুঝি ভাল'র দিকেই এই জগতের গতি,
ঝুঁকে' আছে পরমার্থের দিকে
বিধাতা এই জগৎ-পুষ্পটিকে
ধরে' আছেন নাসিকা আর চক্ষুর খুব কাছে—
অর্থাৎ তার গতিবিধি জানা তাঁহার আছে,
জানা তাঁহার থাকে,
তৈরী তিনি সাড়া দিতে আর্ত্ত লোকের ডাকে।"
কাহিল কণ্ঠে কথা কয়ে অচ্যুতানন্দ
কাঁদ' কাঁদ' হ'য়ে করলে মুখের কথা বন্ধ।
বল্‌লে আবার ঃ
"নাস্তিকতার
কারণটা কি—যদি কেহ শুধায় এখন আমায়
চটে' যাব ; দেখ্‌বে তখন কার সাধ্য থামায় !
হাঁ করে' যে রইলে, হঠাৎ অবাক্ হওয়ার মত ?
বেঁচে' থাক্‌লেই শুন্‌তে হয় নূতন কথা কত !
এই পৃথিবী স্ত্রী-পুরুষে বিরাট্ লোকারণ্য—
নূতন কথার কলরবে পূর্ণ হওয়ার জন্য
তার চেষ্টা অবিরাম—
পেতে' কথার দাম

লোকারণ্য মাঝে মাঝে দিচ্ছে মাথা ঝাড়া—
কতকাংশ শুয়ে শুয়েই, কতক থেকে' খাড়া…
কিন্তু সে-সব পরের কথা ; আমার কথার মূল্য
পরের কাছে থাক্‌বে কি আর বৃহৎ লোকের তুল্য !
নিজের কথাই বল্‌ব' আমি ঃ চিরকালই আমি,
জানই ত' ভাই, উপকারী, পরের হিতকামী…
উদাহরণ ? আমার মনের ইহাই প্রবল চেষ্টা—
অনিষ্ট না ঘটুক লোকের, সুখে থাকুক দেশটা…
চিত্তের এই চেষ্টার, অর্থাৎ তার ইচ্ছার,
অর্থাৎ তার উন্নতির, অর্থাৎ ঝুটা সাচ্চার,
কি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাবে ?
মর্‌ছে যে-লোক অন্নাভাবে—
টাকা দিয়ে পরোপকার, পরের হিতসাধন
অসম্ভব নয় তার পক্ষে ? মূঢ় উদাহরণ
দেখ্‌তে চেয়ে নিজের আত্মার
পরিচয়ই দিলে আবার
মাসে দু'বার অসুস্থ যে
তার কাছে যে গতর খোঁজে
বলিহারি বুদ্ধি তার। অসুখ লেগেই থাকে—
তবু গতর নাড়ি আমি বিপদ্‌গ্রস্তের ডাকে…
অর্থাৎ সৎপরামর্শ আমার কাছে পেয়ে
বহু বিপদ্ পার হয়েছে বহু পুরুষ মেয়ে…
টাকা কিম্বা শরীর দিয়ে করব' উপকার—
সাধ্য নেই কো তার ;

মনে মনে প্রয়োগ করি' বিপুলতম উদ্যম
হিতসাধন করি আমি। সে-কাজও কি কম !···
দেখে থাক্‌বে বিনয় আমার—খুবই অবনত,
মন্‌টা যত ভাল থাকে নুয়ে পড়ি তত ;
দেখা হ'লেই শুধাই কুশল ভদ্র ইতর লোকের—
আমার অনুকম্পা পাবেই সময় এলে শোকের।
দিয়ে থাকি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্য তাহা যাঁর—
দেখা হ'লেই করি নমস্কার···
'ছেলের অসুখ, জ্বর হয়েছে'—খবর শুনে' এই
আমি যেন নেই,
সেই ছেলেটির বাপের চাইতে দুশ্চিন্তার ভার
বেশী দেখ্‌বে আমার মুখে—বেশী অন্ধকার।—
সমকক্ষ লোকের সঙ্গে হৃদ্য আচরণে,
যথাযোগ্যভাবে মিষ্ট হাস্যবিতরণে
পরিপক্ক আমি। আমার উদার ব্যবহার
বিশেষ প্রশংসার।
আছে এ হুঁস্—
কথায় হার্‌লে চটে মানুষ—
আজ্‌গুবি সব মিথ্যে কথা শুনি দু'কান পেতে,
মাতালের স্ত্রীর কান্না শুনে' ছুটি দুপুর রেতে—
সত্যিই, মহাশয়,
অবলার প্রাণ রক্ষা করতে, মজা দেখতে নয়।
বাছাদের ঐ শুধাকৃষ্ট—অপদার্থ হাঁদা,
নিজের গল্পই করে গাদা গাদা···

ব্রহ্মাণ্ডে সে একাই মানুষ, অভ্রভেদী মাথায়,
তাহার নামই প্রথম যেন কৃতীর তালিকায়—
তারেও ডেকে' বসাই আমি অতি উচ্চাসনে,
তার গল্পও শুনি বসে' অম্লানবদনে।
সব জাতেরই হুঁকো রাখি ঘরে—
হাতে তামাক খেয়ে কেহ অভিমান না করে ;
অনাদরে অসন্তুষ্ট হবে,
পরোক্ষে সে ঘৃণা এবং নিন্দার কথা কবে···
তা' হ'লেই দেখুন ঃ
আমার কত বিবেচনা, আর হৃদয়ের গুণ !
আরো বলি শুনুন ঃ পাড়ার খাঁদার ভাই হারা
দুষ্ট কার্য্য ঢাকে কেবল কূট যুক্তির দ্বারা—
তত্ত্ব-চিন্তার ভারে
খর বুদ্ধির ধারে
একদিকে সে উদ্দাম এবং অন্যদিকে ভাবুক—
উচিত-বক্তা সেজে' মারে কঠিন কথার চাবুক···
তারেও ভালবাসি—
তার কথাতেও সায় দিই আর তার কথাতেও হাসি,
অর্থাৎ আমি দুষ্ট শিষ্ট অপকৃষ্ট জনে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখি কষ্ট পেলেও মনে।
শত্রু বৃদ্ধি হবে বলে' পরচর্চ্চায় নাই—
ঐ ভয়েতেই যা' খাই তা' নগদ্ কিনেই খাই···
দিনের পর দিন
শত্রু বাড়ায় যারা তাদের সবার সেরা ঋণ।

তবু দেখুন ব্যাপার কেমন,
কেমন্ জটিল, কি অশোভন !—
নিরীহ আর সরল লোকই লক্ষ্য হয়ে নেহাৎ
মড়ার মত পড়ে' সহে অঙ্গে পদাঘাত ;
অদৃষ্টেরই অভিশাপে যে হয়েছে শেষ—
নিশ্চিহ্ন কর্তে তারে আমোদ লাগে বেশ।
মানুষও যে ছিল আগে নরমাংসখাদক—
এই ব্যাপারে তারি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কতক।
যে ছিল, ভাই, মিত্র, হঠাৎ শত্রু হ'ল সে
টাকার লালসে !…
কাঁদি নাই—নাই কাঁদার মত নারী-দুর্ব্বলতা,
অম্‌নি চোখে জল এসেছে বল্‌তে বসে' কথা।
খুলেই বলি ঃ সেবার আমার অসুখ হ'ল কঠিন,
একজ্বরী হ'য়েই আছি উনিশ কুড়ি দিন…
ডাক্তারে আর ঔষধেতে ফুরিয়ে গেল পুঁজি—
ভয় হ'ল যে, অর্থাভাবেই মর্‌তে হ'ল বুঝি !
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—বল্‌লেন সুরবালা ঃ
'তোমায় নিয়ে হ'ল আমার জ্বালা—
টাকার কথা ভেবে
জ্বর বাড়িয়ে নেবে ;
ভেব'নাকো তুমি, আমার বাক্সে আছে টাকা—
একখানা নোট্ দশটা টাকার, অনেকদিনের রাখা।
একটা দুটো টাকা রেখে করেছি ঐ নোট—
সম্বল ঐ মোট।'

সুরবালা কথাগুলো বল্‌লে গর্ব্বভরে—
শুনে' আমার আনন্দ না ধরে।
বললাম কাঁপা গলায় ঃ
লক্ষ্মী বাঁধা থাক্‌লে ঘরে বাধে না দিন চলায়...
ভাঙা'বে কি করে' ? আজ ঝি আসে নাই কাজে ;
ডাক্তার আসার সময় হ'ল, আট্‌টাও প্রায় বাজে।
ভিজিট্‌ ত' দিতেই হ'বে—
উপায় কি তবে ?'
সুরবালা বল্‌লে ঃ 'দাঁড়াও'। বলে'ই গেল চলে'
অনুগত কাউকে দিয়ে নোট্‌ ভাঙাবে বলে'
দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে...
পথ চল্‌তে এমন সময়ে এসে গেল কাছে
এই পাড়ারই কালীপদ, কালীপদ ঠাকুর,
তাকে দেখেই সুরবালার ভাব্‌না হ'ল দূর—
বল্‌লে ডেকে' কণ্ঠস্বরে পুত্রস্নেহ ঢালি' ঃ
'ভালই হ'ল, অসময়ে পেলাম তোমায়, কালি !—
বাবুর ভারি অসুখ, জ্বর আজ উনিশ কুড়ি দিন,
শয্যাগত হ'য়ে আছেন, শরীর ভারি ক্ষীণ।
হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে,
দশটাকার এই নোটখানা। ছিল আমার কাছে।
ভাঙিয়ে এনে দাও ত', বাবা ; ভিজিট্‌ দিতে হবে।'
কালী বল্‌লে ঃ 'দিন্‌ তবে—
নোট্‌ ভাঙান' কঠিন কিছু নয়,
উপকারে লাগ্‌তে আমার কষ্ট খুবই সয়।'

স্বস্তি পেলেন সুরবালা।—এই আসছি বলে'
নোট্ নিয়ে সেই নোট্ ভাঙাতে কালী গেল চলে'…
সুরবালা--স্ত্রী আমার—
রইল বসে পথ চেয়ে তার…
ফির্‌ল'নাকো কিন্তু, কালী ফির্‌ল'নাকো আর—
সেদিন নয়, পরদিন নয়—আরো পরেও তার।…
গিয়েছিলাম
কর্‌তে প্রণাম—
গিয়েছিলাম বল্‌তে আবার নেহাৎ ক্লেশে পড়ে'
সেই টাকাটার কথা কালীর হাতে পায়ে ধরে'…
বড়ই অপমান
করল' কালী। প্রাণ
চঞ্চল হ'য়ে আছে, আমি বিষন্ন খুব এখন—
সেই আবেগেই অনর্থক বক্‌লাম অনেকক্ষণ ;
সম্ভবতঃ শোধ করেছি গতজন্মের ধার…
ও, উঠ্‌ছেন ? আসুন তবে, আসুন নমস্কার।"

অচ্যুতানন্দের লোকাপবাদ

"নীরবকর্ম্মী বলে' লোকের খ্যাতির কথা শুনি,
নিঃশব্দে সৎকর্ম্ম করে' তাঁরা যান্...
অথচ তা' জীবদ্দশায় !—কর্ম্মধ্যানী মুনি
চান্ না লোকের ধন্যবাদ, এম্নি মহৎ প্রাণ !
লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে কর্ম্মের ধারা—
হিতসাধন ব্রত, বৃহৎ চিন্তা-প্রসূত,
নাম প্রচারে বিতৃষ্ণা খুব ; বিরক্ত হন্ তাঁরা
ঢক্কা-নিনাদ করার যদি কেহ দেখায় ছুতো।
কর্ম্মী নীরব হতে পারেন—খুবই বাহাদুর ;
নীরব থাকা খুবই শক্ত স্নায়ুর পরিচয় ;
তবু কিন্তু এই সন্দেহ হয় না শীঘ্র দূর ঃ
এমন কিছু চলে কি না নীরব সঙ্কেতময়
যাহার ফলে নীরবকর্ম্মীর শিষ্য এবং চেলা
কিছুটা রব করতে থাকে নামে বেনামে !—
কর্ম্মী যত বৃহৎ, তাঁহার স্তাবক তত মেলা,
নীরবতা বিকায় ততই বেশী বেশী দামে !
লোক জুটে' যায় নীরবভাবে প্রচার চালাবার,
সবাই নীরব, অথচ কি শব্দ ওঠে ভীষণ !

সবাই জান্‌তে পারে, কেন নীরব অনিবার
কর্ম্মী স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্য চেলাগণ !
একটি মাত্র নীরবকর্ম্মী আছে—চেনেন তারে।"
একটু থেমে' বল্‌লে অচ্যুত্ হেসে' ঠোঁটের পাশে ঃ
"অখ্যাত আর নেহাৎ ক্ষুদ্র, থাকে একটি ধারে
সঙ্কুচিত হ'য়ে কেবল জাহির হওয়ার ত্রাসে।
সে ব্যক্তি কে ? যদি জান্‌তে ইচ্ছুক্ তা'—
তা' হ'লে ত নীরব থাকা চল্‌ছে নাকো আর ;
সে-ও ভণ্ড কি না, এবং বাস করে সে কোথা—
কোন্ স্বর্গে ? তাকা'লেই রূপ দেখ্‌তে পাবেন তার,
আপ্‌নাদেরই আশ্রিত এক দাসস্য দাস—
নাম শ্রীমান্ অচ্যুত বোস্।—হেসে উঠ্‌লেন যে ?
আমাব সত্তার নীরবতার নাই বৃদ্ধি হ্রাস—
পায়ের শব্দ গোপন করেই চল্‌ছি পদব্রজে।...
কথাবার্ত্তা বলি খুবই, তবু জান্‌বেন ঠিক্ ঃ
মনে আমার নাই কলরব ; নদীস্রোতের মত
নিঃশব্দগামী আমি ; চিন্তা অলৌকিক
অন্তঃস্রোতে ক্রীড়াশীল নিত্য অবিরত।
বাতাসে ঢেউ ওঠে, অর্থাৎ কথা বলি আমি
আঘাত পেলে' বাইরে থেকে' ; নেহাৎ অনিচ্ছার
কণ্ঠ আমার শুন্‌তে পান। মেকী অল্প দামী
যদিও সে কথাগুলি—খুঁজলে পাবেন সার।
কিন্তু নীরবকর্ম্মীর কথা বলেছিলাম আগে,
এবং আমি নীরবকর্ম্মী তা-ও বলেছি অগ্রে।—

জান্‌তাম নাকো নীরবতায় অভিসম্পাৎ লাগে,
নীরব কর্ম্ম মিথ্যা হয় দুর্ঘটনাচক্রে !
সংশোধিত প্রস্তাব এই :   তিনিই বুদ্ধিমান্,
দুনিয়াকে চেনেন তিনি, মানুষ চেনেন তিনি,
নীরবতার মাঝেও যিনি তুলে রাখেন তান,
নেপথ্যে নিজের গুণগানের রাগিণী
ভাঁজেন রজ্জু ধরি…
অনিষ্ট থেকে' তাঁরে রক্ষা করেন হরি।—
অপদস্থ হন্ না, কারণ, স্পষ্ট হ'য়ে থাকেন,
ভুল বোঝে না লোকে তাঁহার সৎকার্য্যকলাপ,
আলোচনার সূত্রে তিনি নূতন রীতি শেখেন,
ভালো বলায় তুষ্ট হন্, মন্দে করেন মাপ।
উল্টোপাল্টা কথা আমার ?   অর্থবিপর্য্যয়
এত যে, তা' যুক্তিযোগে যোগ্য নহে ক্ষমার ?…
কিছুই তাতে যায় আসে না।—তবে এ নিশ্চয়,
ক্ষমা করবেন শোনেন যদি দুর্গতিটা আমার।
কথায় কথায় কথা যদি দাঁড়ায় বিপরীত,
বিশেষ যদি বাক্যের মানুষ হতভাগ্য হয়—
তা' হ'লে তা' নিয়ে ধূর্ত্ত তর্ক অনুচিত,
সারগ্রহণে অরুচির তা' প্রচুর পরিচয়…
অতএব তা' পরিত্যাজ্য।   শূন্যগর্ভ কথা
অর্থে পূর্ণ হয়ে আসে শ্রোতা প্রেমিক যদি—
যদি থাকে মমতা আর হৃদয় বুঝার ব্যথা।—
কোথায় থাকে শিশুর কথার অর্থ নিরবধি ?

সে-কথা যাক্। শুনুন এখন গল্প মজাদারী,
নীরবকর্ম্মীর নীরবতায় ঘটল কত ল্যাঠা,
লোকে কেন সমস্বরে দিলে দুয়ো ভারি—
কেউ বললে 'দুষ্ট', আর কেউ বললে 'ঠ্যাটা',
অর্থাৎ হ'ল অপযশ স্বজাতিদের ঘরে !…
আমাদেরই স্বজাতি এক ভদ্র পরিবার
এখানকারই নির্জ্জন এক প্রান্তে বাস করে,
ধনবল আর জনবলের খুবই অভাব তার…
কাজেই খুব বে-কায়দা এবং কোণ্ঠাসা ;
টিক্‌তে হ'লে ঐ দুটিরই নিত্য প্রয়োজন—
ঐ দুটিই নাইকো তাদের।…হিতের ভালবাসা
সেই ব্যক্তির প্রাপ্য, যার আছে প্রচুর ধন।
এই বাড়ীরই একটি ছেলে, নাম বিশ্বনাথ,
গৌরাঙ্গের মত সুশ্রী, কিশোর সুকুমার ;
মায়ের সে দ্বিতীয়টি ; করি' প্রাণপাত
লেখাপড়া কর্‌ছিল সে।…অসুখ হ'ল তার।
বড় ছেলে অনাথবন্ধু, চাকরী করে। আয় ?
বলব' না, সে হাস্যকর। ভগ্নি আছে দু'টি ;
ঐ আয়েতে, পঁচিশ ত্রিশে, দিন যে কেমন যায়
ভাবুন তা', আর গৃহস্থালীর খরচ মোটামুটি।
অন্নাভাবী গরীব যদি সুস্থদেহে থাকে,
দিন চলে তার, যত কষ্টে যে প্রকারেই হোক্,
উপবাসও সহে, কিন্তু ব্যাধির বিপাকে,
অতিরিক্ত দুর্দ্দিনে, তার চাই বাহিরের লোক।

হা অন্নের উপর
ছায়া ফেলি' মৃত্যু যখন হয় অগ্রসর
প্রার্থনা তার ছোটে তখন, অস্ফুট কি স্ফুট,
বাঁচাও আর্ত্তে।...কিন্তু তা' ঠিক কানে আসে কি ?
আসে ? তবে আপনার ঐ কানের দু'টো ফুটো
অবাধভাবে চলে আছে হৃদ্‌কেন্দ্রে ঠেকি' !
সকলের তা' হয় না। যা' হোক্, আমায় দিলে খবর,
অসুখের ঐ খবর—বড়ই বিপন্ন যে তারা।
নীরব কর্ম্ম হ'ল সুরু আমার অতঃপর...
দিবারাত্র চাই সেবা আর বিনিদ্ পাহারা
রোগীর কাছে, রোগ যে কঠিন।
দিনে নাইকো ভয়,
রাত্রিই খুব ভয়ঙ্কর, রোগ বৃদ্ধির কাল—
মেয়ে দুটির বয়ঃক্রম মাত্র সাত আর নয়,
মা সাম্‌লাবেন একা মানুষ কত দিকের তাল !—
আমিষ এবং নিরামিষ দুই হেঁসেলে রান্না,
রোগীর পথ্য তৈরী করা, গৃহস্থালীর কাজ—
অশেষ কাজই—কর্‌তে হয় চেপে' বুকের কান্না ;
ভেঙে তিনি পড়ছেন। তাই 'দয়া করুন আজ'।
ভার নিতে যে পারে রোগীর সেবা শুশ্রূষার
সেই বাড়ীর সব লোকের ভিতর গণ্য কেবল অনাথ।—
ছেলেমানুষ অনাথকেই দিলাম দিনের ভার,
সে-ই করবে ছুটোছুটি। আমি জাগ্‌ব' রাত।...
চলেছি রাত জেগে'। অনাথ কাছেই শুয়ে থাকে,

মাঝে মাঝে উঠে বলে, 'দাদা, আপনি শুন্'…
অভয় দিয়ে আসে তাহার চিন্তাজীর্ণা মাকে—
এসে বলে, 'ভুল্‌তে নার্‌ব' দাদার ঋণ ও গুণ' !
আমি বলি, 'ঘুমাও তুমি' ।…এম্‌নি করে' জেগে
সাতটা রাত্রি গেল। সেদিন চলে এলাম ভোরে,
খুবই অবসন্ন দেহে, রোগী মায়ের জিম্মায় রেখে—
রোগী তখন নিস্তেজ, ভুল বল্‌ছে বিকার-ঘোরে।
বাড়ী এসে বিছানায় গা দিতে কি না দিতে
অসাড় দেহে তলিয়ে গেলাম ঘুমের সাগরে…
ঘুম ভাঙ্‌ল ন'টায়, লোকের ডাকাডাকিতে ঃ
'অচ্যুত হে, ওহে অচ্যুত, রয়েছ কি ঘরে' ?
ছিলাম ঘরে, বেরিয়ে এলাম, পেলাম সুসংবাদ ঃ
'এখনও ঘুমুচ্ছিলে ? সাধু—সাধু—সাধু !
ন'টা বাজ্‌ল' ! ঘুমোবার, ইস্, এ কি অন্যায় সাধ !—
বল্‌লে হেসে' রাধাকান্ত ওরফে সে রাধু।
আমি বল্‌লাম 'তারপর' ? রাধু ধরলে হাত—
বল্‌লে, 'চলো, এই মুহূর্ত্তেই শ্মশান যেতে হবে'।
'কে মরেছে' ? 'পাড়ার একটি ছেলে, বিশ্বনাথ'।
শুনে' আমার কি হ'ল তা' বুঝুন অনুভবে।
রাধু বল্‌লে, 'অসুখ ছিল, জ্বরবিকারের প্রায়—
কয়েকদিনই কঠিন খুব ; বিকারেরই ঘোরে
উঠে বসে খাট্ থেকে' সে নীচেয় পড়ে' যায়—
পড়ে গিয়েই মারা গেছে' ।—হাত ছিনিয়ে জোরে
ছুট্‌লাম সেই দিকে।…বাড়ীর অবস্থাটা কি—

সে-বর্ণনার নেই প্রয়োজন। তবে, শ্মশানযাত্রার
আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ—অল্পই আছে বাকি,
সঙ্গে কি সব যাবে মুখেই ফর্দ্দ হ'চ্ছে তার।
ভিতরেই যা' কান্নাকাটি ; বাইরে বন্ধুগণ
মুখর এবং চঞ্চল খুব, চল্‌ছে ইয়ার্কিও…
মনে হয় না, জানে তারা, মৃত সবার স্বজন,
যে মরে সে সবার আপন, মান্য এবং প্রিয়।
মৃত্যুর চেয়ে কি আছে আর গম্ভীর এবং গভীর ?
মৃতের চেয়ে দূরতম নৈকট্য কাহার ?
কে করেছে অধিকার চিন্তা অনুভূতির
শেষ সীমা এই মৃত্যু ছাড়া ?…মৃতের সৎকার
দেবার্চ্চনার মতই, খুব সংযমের সে ক্রিয়া,
নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধাসহ সমাধা তার হবে,
তাহা যে না করে তাহার নাই ধর্ম্ম, হিয়া—
দৈব তাহার সুখ সম্পদ হরণ করে' লবে।
মৃতের পাশে বসে' যারা মৃতটিকেই ভোলে
অবাঞ্ছিত মানুষ তারা—নিশ্চয় তারা তা-ই ;—
বাড়ীর আকাশ ফাট্‌ছে যখন মায়ের রোদনরোলে
ওরা করছে হিসেব, গাঁজার খরচ কত চাই !
আমায় দেখে' বল্‌লে ওরা, 'হলাম আটজন।'
আমি বল্‌লাম 'আমি ত, ভাই, পারবো নাকো যেতে'
ওরা বল্‌লে, 'কেন ?…হ'লে নবাব কবে, কখন ?
নেমন্তন্ন থাক্‌ল, এস শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে'।'
পারলাম নাকো যেতে আমি বিশ্বনাথের সাথে—

তাহার দেহের শেষ-আশ্রয় চিতা প্রজ্জ্বলিত
চোখে দেখার ভয়ে।…গা'ল তুলে' নিলাম মাথে,
ব্যক্তিগণের আস্ফালনে হ'লাম নাকো ভীত।
চলে গেল বিশ্বনাথে নিয়ে বাহকেরা
করি' তুমুল কোলাহল, উচ্চ হরিধ্বনি…
লোকে বল্‌লে, এরাই মানুষ, কাজের লোকের সেরা,
অচ্যুতটা দুষ্ট ঠ্যাঁটা—পাবে পশুযোনি'।"

চুপ কর্‌ল অচ্যুত হ'য়ে খুবই ম্রিয়মাণ
সত্যিকারের দুঃখে, এবার নয় দুঃখের ভাণ

অচ্যুতানন্দের অসুখ

"বলুন দেখি, সব চাইতে সহজপ্রাপ্য কি ?
'হরিনাম' ? উঁ হুঁ ; নামে রুচি আছে প্রাণে ;
যে শুনায় সে প্রার্থী কিছুর ; পাপী পাতকী
ভরসা পায় দৈবাৎ যদি ও-নাম পশে কানে।
সে জিনিসটা এমন—
লোকে করবেই বিতরণ—
চান্ না চান, বিরক্ত হোন, লাগুক্ আর না লাগুক্
কাজে আপ্‌নার, কারো কাজে, তবু পাবেন প্রচুর ;
মারতে উঠুন মনে মনে কালো করে' মুখ—
তবু দেবে লোকে আপ্‌নার দুঃখ করতে দূর।
প্রকৃতি যা' দেছেন, যথা, আঁধার আলো বায়ু—
তার কথা ত হচ্ছে না, ভাই ; মানুষের দান নয় ত' !
কি বল্‌লেন ? ভালবাসা ? চম্‌কে দিলেন স্নায়ু—
ঐ কথাটায় বিস্ময়ে যে হ'লাম বাক্যহত !
ভালবাসা সহজপ্রাপ্য ! কোন্ দেশে তা' বটে ?
কোন্ স্বর্গের কথা বলছেন ? মৃত্তিকায় তা' নাই ;
কোন্ হৃদয়রাসমঞ্চে ? কোন্ যমুনাতটে ?
কোন্ নদে-য় তা' পাবেন যদি হয়েন আপ্‌নি নিমাই ?
আজও চল্‌ছে আরাধনা ভালবাসা মাগি'—
সুরু থেকে সেই আকাঙ্ক্ষায় চল্‌ছে বারিসেচন—

চোখের বারি—কিন্তু আজও উঠল' নাকো জাগি'
অঙ্কুর তার ; অন্ধ হ'ল প্রতীক্ষমান নয়ন !
ভালবাসার নামে চল্‌ছে স্বার্থ-তপস্যা,
মনে মনে বসে' আছি গুপ্ত শবাসনে :
যে ঘুচিয়ে দেবে আমার ঐহিক সমস্যা—
তারেই করব অলঙ্কৃত প্রেমের ভূষণে ।—
ইহা ছাড়া ভালবাসা নাই,
তৃষ্ণাহারীর জন্যে আসন পাতা রইল বৃথাই !
সে যা'ই হোক্, ঝুলিয়ে আর রাখ্‌ব নাকো শ্রোতায়,
আপ্‌নারা সব বন্ধু আমার, এবং বুদ্ধিমান্,
সহজপ্রাপ্য যত বস্তু আছে দুনিয়ায়
এক এক করে' কতই আর করবেন অনুমান ?
তবে একটা জিনিস আছে—'সুবর্ণ সুযোগ'—
খুবই সহজপ্রাপ্য বলে' বহু বিজ্ঞাপিত ;
স্বাস্থ্য, অর্থ, যৌবন ও অটুট উপভোগ
পাঁচ-সিকেতেই মেলে ; 'সুযোগ' আসছে অযাচিত।…
কিন্তু এটা উত্তর নয় আমার জিজ্ঞাসার—
সে-জিনিসটা আসে না ত' বিজ্ঞাপনের রঙে ;
সেটা হচ্ছে কু-অভ্যাস পরহিতৈষণার—
মুখের উপর খই ফুটানো উপদেশের ঢঙে—
অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই যে, জগৎ-গোলকধাঁধায়
যখন আপ্‌নি বিব্রত খুব, পাবেন কি তা' জানেন ?
উপদেশ, ভাই, উপদেশ, লক্ষ লক্ষ কথায়—
অবিমিশ্র সদুপদেশ…নিন্‌ না যত পারেন !

এমন কি—বল্‌তে তাহা কান্না যে, ভাই, আসে—
সুরবালার, স্ত্রীর নাম ঐ, সুরবালার মাঁথায়
উপদেশের এত বুদ্ধি যে, উপদেশের ত্রাসে
অষ্টপ্রহর হৃদ্‌কম্পে দিন কাটানো দায়।—
দুর্ব্বিষহ হলেও সেটা নিছক্ ঘরের কথা—
অভিযোগ নাই তার বিরুদ্ধে ; কারণ, দু'জনার,
আমার এবং সুরবালার, একই দুঃখ ব্যথা,
যুগল পৃষ্ঠে পড়ছে এসে ভগবানের মা'র।
কিন্তু যাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই কিছু
তার কি গরজ, বলুন দেখি, সর্ব্বজ্ঞের মত
জ্ঞান উপদেশ নিয়ে হঠাৎ ছুটতে আমার পিছু !—
অথচ সব দুঃখের কথা নয় সে অবগত !···
মাতব্বরী (ঠুক্‌রে' ফেরার নেশা
সব কথাতেই) লোকের একটা অবৈতনিক পেশা।
উঠ্‌ছেন নাকি ? কিন্তু একটা গল্প ছিল পরে
বস্‌তেই হবে, জানি আমি। মনঃসংযোগ করুন ঃ
গল্পটা খুব শিক্ষাপ্রদ, ব্যর্থ মতান্তরে ;
যে যা-ই বলুক—সন্দেহ নাই, ব্যর্থ হলেও করুণ।
'আধা মাঘে কম্বল কাঁধে'—অর্থাৎ শীত গেছে
প্রচণ্ডতার পর ; কিন্তু মাঘ মাসেরই শেষে
হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে দিলাম আমি হেঁচে',
সর্দ্দি যখন হবার নয়, সর্দ্দি নাইকো দেশে !
শয্যা ছেড়ে মেঝেয় নেমে' দাঁড়িয়ে আমি আছি—
সুড়সুড়িয়ে নাকের ভিতর, গায়ে দিয়ে কাঁটা,

এসে গেল—বেরিয়ে গেল—অনর্থক এক হাঁচি,
হাঁচির পর হাল্কা হ'য়ে ভাল লাগল' গা-টা।—
কিন্তু সেটা মিছে—
বিপদ ছিল পিছে…
সুরবালা ছুটে' এলেন শুনে আমার হাঁচি—
দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে, মুখ ভয়ে অন্ধকার ;
তাঁর যত্নে আমার গায়ে বস্‌তে পায়না মাছি,
হাঁচি ত' খুব দুর্লক্ষণ, হেতু নির্ণেয় তার।
বল্‌লেন এসে ঃ 'তোমায় নিয়ে হ'ল আমার জ্বালা,
সকালবেলা উঠেই হঠাৎ হেঁচে ফেল্‌লে যে !—
জল বসেছে মাথায় ; মাথায় যে তোমার জল ঢালা
চান্ করতে ! বাঁচিনে আর মর্দ্দানী আর তেজে !—
শীত নাইকো বলে' দাও গায়ের লেপ ফেলে—
ঠাণ্ডা লেগে' হ'ল সর্দ্দি ; জ্বর আস্‌ছে বোধ হয় !
মানুষ হয় না এমন বে-তাগ্ ভূতে দানোয় পেলে'
তুমি যেমন স্বভাবতঃই—স্বভাব যাবার নয় !
মুখ ধুয়ে নাও ; করে' দিচ্ছি রস খানিকটে আদার,
গরম গরম খেয়ে ফেল্‌বে। র‍্যাপার দাও গায়ে'…
বলে' তিনি গায়ে আমার জড়িয়ে দিলেন র‍্যাপার ;
ফুল্ ষ্টকিং এনে দিলেন—পর্‌তে হ'ল পায়ে।—
আরো বল্‌লেন ঃ 'জোলাপ নিয়ে শুয়ে থাক আজ ;
উপোস্ দাও আজ।'—বলে' তিনি করলেন আদার রস…
খেলাম সে-রস ; রস ত' নয়, খালি ঝাল আর ঝাঁঝ !
কেউ হয়তো বল্‌বেন, 'তুমি বেজায় স্ত্রীর বশ।'

তা' একটু বটে আমি। সে যা'ই হোক্, পরে
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—পয়সা দিলেন দু'টি,
বল্‌লেন ঃ 'আনো জোলাপ্ বড়ি। যদি পড়ো জ্বরে
বাড়বে না তা' বেশী। খাবে সন্ধ্যার পর রুটি!'
অবাক্ আমি হ'লাম নিশ্চয়—
কিন্তু সেটা মুষ্টিযোগের বহর দেখে' নয়;
এই ভেবে' যে, মাঘের শেষে সকালবেলার হাঁচি
এমন উৎকট পীড়াসূচক, ধ্রুব সূত্রপাত,
জান্‌তাম নাকো; পৌঁছে যায় লোক যমের কাছাকাছি—
প্রাতঃকালেই মনে হয়, আজ এ কি কুপ্রভাত!
সে-যাই হোক্, পয়সা দু'টো নিয়ে মুঠোর ভিতর,
কোটের উপর র‍্যাপার এবং ফুল ষ্টকিং পায়—
বেরিয়ে যখন প'লাম পায়ে তেল মালিশের পর
বেলা তখন অনেক, দেড় প্রহর গতপ্রায়।
জোলাপ আন্‌তে চল্‌লাম হ'য়ে খুবই মন্‌মরা—
নিজের দুঃখে নহে, লোকের দেহসর্ব্বস্বতায়;
দেহই যেন সব, তারই ব্যাধি ক্ষয় আর জরা
নিরোধীয়; আর-সব পথ খোলা রাখা যায়।
আত্মমূলক জগদ্ধর্ম্ম সাধন
দেহের দ্বারা সিদ্ধ হবে যেন! কি ভ্রম আর পতন!
আরো একটা কথা ছিল খুবই দুশ্চিন্তার—
সুরবালা বলে' থাকেন ঃ 'মনে রেখ', দায়ী
আর-একজনের জন্যে তুমি, নিয়েছ যার ভার···
বিপন্না করে' তারে রোগশয্যাশায়ী

হ'তে পার না—
তুমিই জান তোমার মন, আমার ত' ঐ ধারণা'।
উপর্যুক্ত কথাগুলি এলোমেলোভাবে
ভাবতে ভাবতে চলেছি ত' ওষুধখানার দিকে—
আরো ভাবছি, 'এম্‌নি করেই এ-জীবন কি যাবে!
নিজের বুদ্ধির অনুগামী করব ইচ্ছাটিকে
কবে আমি'?…'অচ্যুত যে'!—হঠাৎ শুন্‌তে পেয়ে
পরের কণ্ঠে নিজের নাম চম্‌কে' চেয়ে দেখি,
ভরত দত্ত; দাঁড়িয়ে গেছেন আঁতে ধাক্কা খেয়ে—
এম্‌নি মুখ কালিবর্ণ। বল্‌লেন তিনি: 'এ কি!
অসুস্থ যে খুবই তুমি! অসুখ কবে থেকে'?
আমি বল্‌লাম, 'সর্দ্দি হবে, করছি অনুমান'।
'সর্দ্দি খুব খল ব্যাধি, ভাই; উঠ্‌ছে যখন পেকে
বুকে বসার সময় তখন।…খুব সাবধান!
চক্রপতির দোকানে যাও; তার সর্দ্দির পাচনটা
উত্তম জিনিষ; সেদ্ধ করে' ছটাক্ দেড়েক ক্বাথ্
খে'ও দু'বার গরম গরম—দেখ্‌বে ঘামের ঘটা,
নাকের সর্দ্দি যাবে উড়ে' গায়ের ঘামের সাথ্'।
আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা'।—এবং তা' করতেই মদন—
মদন চাকি, এসে পড়্‌লেন; বিশেষজ্ঞ তিনিও;
তিনি বল্‌লেন ব্যাপার শুনে': 'সর্দ্দি লাগ্‌বে যখন,
বলে' রাখ্‌ছি, আমার কাছে পরামর্শ নিও।—
মার্টিনেটের ফস্‌ফোটিনা, আড়াই টাকা শিশি'…
শুনে' ভরত চটে' বল্‌লেন: 'তিন পয়সার পাচন

যথেষ্ট গুণসম্পন্ন, এবং তাহা দিশী।
খে'ও তা-ই'।—বলে' ওঁরা চলে' গেলেন দু'জন।
এগিয়ে গেলাম···চোখে প'লাম কৃত্তিবাস দে'র ;
তিনি বল্লেন, 'সর্দ্দি রোগে হোমিওর ফল অদ্ভুত ;
এক ফোঁটাতেই নির্ম্মূল হয়, থাকে না আর জের,
দশ বোতলের শক্তি তাহার এক-ফোঁটাতেই মজুত্'।
আমি বল্লাম, 'আচ্ছা'।—তা'পর ভজবৈষ্ণব দাস
ডেকে' বল্লেন : 'ওহে অচ্যুত্, বেরিয়েছ যে বড়
অসুখ দেহে ? দেখ্ছি তুমি করবে সর্ব্বনাশ ;
শোও গে যাও লেপের নীচেয় হাত পা করে' জড়ো ;
গা ঘাম্লেই সেরে উঠ্বে'।—আমি বল্লাম, 'বেশ'।
কিন্তু ঐ নয়কো শেষ···
আমার তখন গা ঘাম্ছে লেপের বাহিরেই—
ফুল মোজা আর র‍্যাপার এবং রোদের গরমে···
দেখা বিপুল সোমের সঙ্গে। তিনি বল্লেন, 'এ্যা—ই!
ঠাণ্ডা লাগার ভয়েতে, ভাই, উঠেছ যে চরমে!—
কম্ফর্টর কই ? হিমে উঠল মাথা ভিজে'!
আমি বল্লাম, 'ঠাট্টা নয়, সর্দ্দির উপক্রম'।
'তাই নাকি ? বিষম জিনিস, ভুগে' জানি নিজে ;
সর্দ্দির পরেই কাশি—কেশে' ফুরিয়ে আসে দম্—
সে কী কষ্ট, বাবা!···তুমি বাড়ী ফিরে যাও।
তারপর কি বল্ছিলাম ?—আর একটা কাজ
করো যদি ভাল হয় ; সর্দ্দি হবে উধাও
শরীর ঘেমে' ; ঠাণ্ডা জলে নে'ও নাকো আজ।—

বদ্ধ ঘরে বসে, গামছা ভিজিয়ে গরম জলে
বাথ্ নাও গে। অবিলম্বেই কেটে যাবে গ্লানি'।
আমি বল্‌লাম, 'বেশ'।…ভাব্‌লাম, 'রামের আমলে
এতটা সুখ ছিল কি, আর এত মঙ্গলবাণী'!
পা বাড়া'লাম আবার আমি, ঠিক্ অন্ধের মত,
হাত্‌ড়ে' চল্‌লাম পথে, যেন অচেনা দেবপুর;
নরদুর্লভ উদারতায় পরোপদেশব্রত
হাঁচির সূত্রে উদ্‌যাপিত করবেই যত সুর
আমায় উপলক্ষ্য করি'!
ধন্য আমি, গোপন ব্যাপার জানিয়ে দিলেন হরি।…
সে যা-ই হোক্, হলাম দাওয়াখানায় উপনীত—
'আসুন, দাদা; কি চাই বলুন। দেখ্‌ছি যে খুব কাতর?
এমন এয়ার-টাইট্ আপ্‌নায় পূর্ব্বে দেখিনি ত'—
পোষ্টাপিসের পার্শেল যেন'!—বল্‌লে গঙ্গাধর—
ঔষধবিক্রেতা,
ফাজিলের সে অগ্রগণ্য, বকা'ট্‌দের নেতা।
সত্যিই আমি কাতর তখন; বল্‌লাম সকাতরে:
'সাবধানেই খুব আছি, কারণ, সর্দ্দি হ'তে পারে
এই আশঙ্কা জন্মেছে; জানোই, সর্দ্দিজাত জ্বরে
অনেক মানুষ মরে, এবং স্ত্রী পুত্রে মারে।—
জোলাপ খাব সেই জন্যে; একটি বড়ি তারই
জরুরী আজ ভারি'।
হেসে' বল্‌লে গঙ্গাধর: 'বাজে খরচ বেজায়
বড়ি কিনে' খাওয়া। শুনুন, আধ্‌লার হরিতকী

যথেষ্ট ঐ উদ্দেশ্যে ; আর, নির্দ্দোষিতায়
তার মত আর জিনিস নেই। বড়ি দেব কি' ?
আমি বল্‌লাম, 'থাক্' ।···এলাম মুদির দোরে ;
বল্‌লাম তারে : 'বিষ আছে হে ? অতি তীব্র বিষ ?
যা' খেলে' লোক আর বাঁচে না, নিঃশেষ হ'য়ে মরে' !
শুনে' মুদির চক্ষু দু'টি হ'ল নির্ণিমিষ।
বল্‌লাম, 'আনো হরিতকী, বিষ যদি না থাকে,
আধ পয়সার। বেঁটে খাবো' ।···বিষের বদলে
হরিতকী চাচ্ছি দেখে' লোকটা আমাকে
ঠাট্টা করে' বল্‌লে হেসে উপদেশের ছলে :
'জ্বর যদি খুব এসে থাকে বাড়ী চলে' যান ;
অবস্থা ত' ভাল নয়ই, ভয়ের কথাই যে !—
হরিতকী দিচ্ছি আমি য' পয়সার চান,
কিন্তু হেঁটেই বাড়ী অব্‌ধি যেতে পারবেন নিজে' ?
মুদির ছিল আমায় দিয়ে আরো প্রয়োজন—
প্রকাশ করতে লাগ্‌ল' বহুক্ষণ :
'হরিতকী জিনিস ভালই ; কিন্তু আমার বাবার
আবিষ্কৃত জোলাপ আছে, দু' পয়সার পিল্ ;
মাত্রা-মাফিক্ হ'য়ে যাবে পেট্‌টা পরিস্কার,
পেটেণ্ট বড়ির মত তাহা পেটে ধরায় না খিল।
সাহস হয় না এমন যে, সদুপদেশ দি',
কিন্তু খুবই খ্যাতি আছে বাবার বড়িটার ;
জ্বরেও তাহা উপকারী। আদেশ করেন যদি
দি' একটা। বাবুরাই তার বেশী খরিদ্দার।···

এখানেই এক কবরেজ ছিলেন—
পারুলডাঙ্গার ঈশেন সেন ;
বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনিই বলেছিলেন
বাবাকে যে, ওহে বিষ্টু, পেটেণ্ট ওষুধ নেবে ?
বাবা বললেন, নেব। যদি দয়া করে' দেন
কেন নেব না ?—তখন অনেক ভেবে ভেবে
বললেন ঈশেন কবিরাজ : ফর্দ্দ লেখ তবে ;
কিন্তু একটা কথা, বিষ্টু ; এই বটিকার নাম
'ঈশেন বড়ি' রাখ্‌বে, নাম 'ঈশেন বড়ি'-ই হবে—
দু'টি পয়সার বেশী নয় একটি বড়ির দাম।
ধন্বন্তরি ছিলেন তিনি।—দি' একটা এনে ?
ইতর ভদ্র সবাই এটা কেনে'।
আমি বললাম : 'দাও ; তোমার যা' আছে দাও তা-ই—
বিষ কিম্বা হরিতকী কিম্বা ঈশেন বড়ি !'
মুদি বললে : 'বড়িই দিই ; বিষ ত' কাছে নাই ;
থাক্‌লে দিতাম, চাইছেন যখন এত গরজ করি' !'

একটা বড়ি দু' পয়সায়
বেচ্‌বার কি অধ্যবসায় !…
ভাবতে ভাবতে চল্‌ছি পথে বুকে মাথা গুঁজি'—
'অচ্যুত যে ! কোথা' থেকে হঠাৎ হ'লে উদয় ?
হিমালয়ের শৃঙ্গ থেকে নেমে আস্‌ছ বুঝি ?—
এখনও যায় নি' তোমার গা-কাঁপুনির ভয়' !

বলে' টানতে লাগল হুঁকো
বীরেন সরকার কুমীরমুখো।
আমি বল্‌লাম : 'অসুখ হবে এই সন্দেহ করি'
মজবুত হ'য়ে আছে আমি ; কিনে আনলাম জোলাপ—
দু' পয়সায় সুবিখ্যাত ঈশেন নামা বড়ি ;
উপোস দেব, কারণ, দশা আরো না হয় খারাপ'।
শুনে' হুঁকো নামিয়ে রেখে বীরেন এল ছুটে'—
বললে : 'ও বিষ, সাক্ষাৎ বিষ, ফেলে দাও শীগ্‌গির ;
কোন্ শত্রু দিলে তোমায় এই বুদ্ধি বিদ্‌ঘুটে' ?
ঈশেন বড়ি জ্যান্ত যম, নরহত্যার ফিকির !
জানো না কি আয়ুর্ব্বেদের নিষেধ—
মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ' ?
বলে' বড়ি কেড়ে' নিয়ে ফেলে দিল ধূলোয়—
বললে : 'যাও বাড়ী এখন, বেঁচে গেলে এবার ;
ঈশেন বড়ি ! রাম, রাম। ঈশেন গেছে চুলোয়।
এমন কর্ম্ম আর করো' না বলছি, খবদ্দার' !
বলে' আবার তুলে' নিয়ে হুঁকো
হাসতে লাগ্‌ল' বীরেন কুমীরমুখো।
নিঃশ্বাস একটি পড়ল' আমার। স্ত্রী সুরবালা
বসে' আছেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে বড়ির পথ—
কি শোনাব' তাঁকে আমি, কোন্ মিথ্যার পালা ?
বড়ি কিনে' না আনার আমি কি দেব কৈফৎ ?...
পৌঁছে গেলাম ঘরে প্রবল হৃদ্‌কম্পনসহ—
'আনলে বড়ি' ? প্রশ্ন হ'ল। আমি বল্‌লাম, 'না'।

তিনি বল্‌লেন ঃ 'আমার জীবন করলে দুর্ব্বহ—
তোমার সঙ্গে যুঝে আমি আর পারলাম না।
কি বল্‌ব আর তোমায় আমি! এলিয়ে আমি গিছি'…
আমি বল্‌লাম ঃ 'ওষুধ আমি খেয়েই এলাম যে
হাত দেখিয়ে কবরেজকে! –বল্‌লেন, মিছিমিছি
জোলাপ নিয়ে কাজ নেই। এই একটি ডোজে
উঠ্‌বে সুস্থ হ'য়ে—
থাকো গে নির্ভয়ে।
মহালক্ষ্মীবিলাস
তুরন্তেই সর্দ্দি করে নাশ'।
'খাওয়ার কথা কি বল্‌লেন' ?—বল্‌লেন সুরবালা।
আমি বল্‌লাম, 'স্নানাহার নিষেধ করেন নাই'।
বলে' স্নান করে' ভাত খেলাম একথালা…
সুরবালা বল্‌লেন, 'তুমি মিথ্যে কথার গোসাঁই।"
থেমেই অচ্যুত বল্‌লে আবার ঃ "বুকে বেজায় ব্যথা—
এই ব্যথায় লোক আফিং খায়, আমি বলি কথা।
আচ্ছা, নমস্কার—
আস্‌বেন আবার।"

অচ্যুতানন্দের অশ্রুমোচন

“যে ছেড়ে’ যায় এই পৃথিবী দুঃখ কেবল তারি জন্যে—
ঠকো’ না, ভাই, চোখের জলের অপার বন্যা দেখি অন্যে।
যে ছেড়ে’ যায় তারই কাটে শতেক স্থানের শতেক বাঁধন,
শূন্যে মিলায় কেবল তারই অপরূপ এই বিশ্বভুবন ;
সাজান’ তার সুখের পুরী—আশায় উজল স্বপ্ন-বিলাস—
ডোবে চির-অন্ধকারে আনন্দময় জন্ম-নিবাস।
পৃথিবী তায় টানে পিছে হাজার বাহুর আকর্ষণে,
বিভীষিকায় পূর্ণ হ’য়ে মৃত্যু ঘনায় দু’নয়নে ;
শঙ্কা তাহার তীব্র অসীম কৃষ্ণসাগর-তটে এসে—
কি নিরুপায় অশক্ত সেই বাঁচতে চাওয়ার সংগ্রামে সে !
স্তিমিত সেই নেত্র— এবং অসাড় সেই দেহ দেখে’
আত্মীয়েরা কেঁদে ভাসায়, ধুলায় লুটায় দূরে থেকে’।...
আপনজনের একটি ত’ সে—তারির ব্যথায় অন্ধকার,
সব যায় যার কে মাপে তার বিদায়-বেলার ব্যথার ভার !
একটি গেলে সে-শূন্যতা পূর্ণ করি’ আরো আসে,
কয়েকটা দিন ভুল্‌তে লাগে যমের দেওয়া বেদনা সে।
বাপ মা মলে’ শ্রাদ্ধে ঘটা—পত্নী মলে’ পত্নী আবার...
বেঁচে থাকার সুখোপভোগ হয়েই থাকে নানাপ্রকার।
যে ছেড়ে’ যায় এই পৃথিবী দুঃখ কেবল তারই জন্যে—
টলো’ না, ভাই, চোখের জলের অপার বন্যা দেখি’ অন্যে।”

বিকৃত ও হিংস্র করি' মুখমণ্ডল তার
অচ্যুত কহিল পুনর্ব্বার :
"কথাগুলি মর্ম্মভেদী নির্ম্মম খুব বুঝি ?
অম্‌নি লাগে তাদের যাদের অভিজ্ঞতার পুঁজি
ট্যাঁকে গোঁজা থাকে ; যারা উপর-উপর ভাসে—
তারাই ঠকে ছলনায় ; আর ভাবে : 'ভালবাসে
মানুষ বুঝি পরস্পরে !—
দেহভঙ্গী কণ্ঠস্বরে
প্রেমের চর্চ্চা চল্‌ছে কেবল' ।—ভাই, হৃদয়-বিনিময়
স্বপ্ন, অর্থাৎ অলীক জিনিষ ; জাগ্রতের তা' নয় ।
যে-প্রণয়ের কথাগুলো মানুষ প্রায়ই বলে
সংসারে তা নাই, কিন্তু কাব্য করা চলে ।···
ঘটনায় তার প্রমাণ আছে—স্বচক্ষে তা' দেখা—
ভাব্‌ছিলাম ত' তাহা-ই এখন বসে' একা একা ।···
স্বীকার করতেই হবে, সূক্ষ্ম অনুশীলন দ্বারা
পার হয়েছে চক্ষুলজ্জার প্রতিবন্ধক যারা
বসুন্ধরা ভোগ্যা তাদের, অর্থাৎ অর্থ, নারী,
তাদের করতলে আসে, তারাই পুরুষ ভারি ।
ত্যাগ করেছে অকপটে প্রীতি মমতায়
তারাই সুখী, যারা, প্রভু দাসের জনতায় ।

কি বল্‌লেন ? ফাঁকা আওয়াজ ! মানবদ্বেষের কথা
আছেই আছে ভদ্রাচরণ, প্রেম ও উদারতা ?

হবেন না দুঃসহ—
শুনুন তবে করি' অনুগ্রহ।...
যাবৎ আদান প্রদান
যে-কেন্দ্রে ঘুর্‌ছে পেয়ে অনিবার্য্য টান
সে কেন্দ্রে নিজে আমি—
মুখে স্বীকার না কর্‌লেও জানেন অন্তর্য্যামী।
ভেবে' দেখুন বুদ্ধি করি' স্থির—
প্রয়োজন যার ফুরিয়েছে তাহার মন আর শরীর
কতটুকু চেয়ে থাকেন আপনারাই নিজে ?
ভুলে যান্ না, কি উচিত আর দৃষ্টিকটু কি যে ?"
অচ্যুত'র কণ্ঠ হ'ল ভারি—
চোখের জল সে মুছল তাড়াতাড়ি...
বল্লে ঃ "ভগ্নী ছিল আমার স্নেহলতা নামে—
বিয়ে হয়েছিল তার ভদ্রলোকের গ্রামে।
বাবাই দিয়ে গিয়েছিলেন স্নেহলতার বিয়ে—
ছেলের কুল আর স্বভাব আর হাঁড়ির খবর নিয়ে।
সবই ভালো ; কিন্তু যেথায় মানুষ মাত্রেই খারাপ—
তার সন্ধান কেউ রাখে না, কোনো মেয়ের মা আর বাপ।
আশ্চর্য্য এ ভারি—
কোনো প্রতিকারই
নাইকো তার ; প্রতিকার তার একমাত্র ইহাই—
বনে গমন এ সংসারকে মনে করে' বালাই।...

তা' করা ত' চল্‌বে না।—তাই নাচার চক্ষু বুজি'
সম্পর্ক স্বীকার করা আর পাতানো লোক খুঁজি'।
ঘরে ঘরে সৃষ্টি করা চল্‌ছে অবিরাম
সম্পর্কের মিষ্টত্ব—দিয়েও কিছু দাম।
দাম দিয়ে যে সুখ কেনা হয় জামাই তাদের প্রধান।
সর্ব্বপ্রধান কুটুম্বিতায় উল্লসিত প্রাণ—
বাবা করলেন স্নেহলতায় দান
সবিনয়ে, বৈবাহিকের করি' বহুমান ;
মূল্য দিয়ে করলেন জামাই ; কারণ, যিনি জামাই
তাঁরে জামাই করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।
স্নেহলতা পাল্‌কী চেপে' গেল শ্বশুরঘরে···
তিন্‌টি বছর দ্রুতগতিই কাটলো' অকাতরে।
দেখ্‌তাম আমি স্নেহলতার স্বামী-প্রেমের সুখ—
আনন্দময় অনাবিল ; আর শঙ্কাভরা বুক
স্বামীর কুশল লাগি'—সে কী অনন্যমনা !—
কী একাগ্র নিত্য আরাধনা !
খুবই ভালবাসাবাসি তাদের, প্রণয় গভীর অতি,
পরস্পরে আসক্তি খুব ; এমন দম্পতি—
এমন উজ্জ্বল অভিভূত—কমই দেখা যায়,
শতে একটি পাবেনাকো। বাপের বাড়ী থাকায়
অনিচ্ছা খুব দেখা যেত' ; দু'দিন বাদেই কান্না :
'ঢের দিন হ'ল বাপের বাড়ী এসেছি ত' ! আর না।
রেখে' এস আমায়, দাদা।'—এম্‌নি করেই সে
আকুলতাসহকারে স্বামীর সঙ্গে মিশে'

ভোগ করল' এই সংসার পুরো তিনটি বছর
তাহার পরই তাহার উপর পড়্ল' যমের নজর—
মারা গেল স্নেহলতা তিন্টি দিনের জ্বরে—
গেল যমের ঘরে
ত্যাগ করে' সে স্বামীর গৃহ, সঙ্গস্বর্গ স্বামীর,
তীব্রতম বোধ নিয়ে এক অপরিসীম ক্ষতির ;
ছেড়ে' যেতে অনিচ্ছা তার, অতৃপ্তির সে-ব্যথা,
টেনেছিল পিছে কত, কত নিদারুণ তা',
কে করিবে কল্পনা আর কে করিবে ওজন—
কে বুঝিবে যন্ত্রণা তার কত এবং কেমন !···
ভগ্নীপতি ওলট্‌পালট্‌, করলে বহু খেদ—
চীৎকার তার বন্ধুগণের করল' মর্ম্মভেদ।
ছুটে' এসে আছড়ে' পড়ে, লাফিয়ে ওঠে আবার···
বৃথা হ'ল সকল চেষ্টা শান্তি প্রবোধ দেবার।
ভাগ্যের এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে' সে
অবাক্ হ'ল—যেন এটা নূতন-কিছু দেশে !—
স্ত্রীলোক যেন ইতিপূর্ব্বে সধ্‌বা মরে নাই—
স্ত্রী হারিয়ে শ্যামা আরো এলিয়ে প'লো তাই।
বল্‌লে কেঁদে' শ্যামাপদ ধূলোর উপর বসে':
'আমার চোখের চন্দ্র সূর্য্য গেল আজ্‌কে খসে'।
স্নেহ স্নেহ স্নেহ স্নেহ, আমার স্নেহলতা—
হায় হায় হায়, বিধাতার হায়, এ কি নির্ম্মমতা !···'
অদৃষ্টকে দাঁড় করিয়ে সাম্‌নে ডেকে' এনে—
জর্জ্জরিত করল' তারে বাক্যের বাণ হেনে'।

মানুষ তারে ভালবাসে, ভাগ্য শত্রু তার—
কেন এমন ?···জিজ্ঞাসা সে করল' বহুবার।
যুগল-মূর্ত্তি ফটো নিয়ে ধরল' বুকে চেপে'···
অর্থাৎ সে স্ত্রী-বিয়োগে গেল বেজায় ক্ষেপে'।
সে যা-ই হোক্, মরল' স্নেহ স্বামীর পানে চেয়ে,
আল্‌তা পরে' উঠ্‌ল' চিতায় পতিব্রতা মেয়ে।···

এই ছবিটি আছে মনে—স্ত্রী-বিয়োগের দৃশ্য,
ভগ্নীপতির ধড়্‌ফড়ানি শূন্য দেখি' বিশ্ব।
ভগ্নী-শোকে, ভগ্নীপতির চরম দুর্দ্দশায়
হ'য়ে আমি জীবন্মৃত প্রায়
ফিরলাম ঘরে।···তাহার পর, দিন-বিশেকের পর,
মনে হ'ল, দেখে' আসি দুঃখী শ্যামাপদর
অবস্থাটা কি—শয্যা ছেড়ে' উঠেছে সে কি না ;
দেখ্‌বে কে আর এ-অবস্থায় শ্যালক-বন্ধু বিনা !
পরস্পরের অনুকম্পায় মৃতের গুণগানে
শোকটা অনেক শান্ত হয়, শান্তি আসে প্রাণে।
পরমাত্মীয়ের কাছে বলা স্বর্গগতের কথা—
সে-ও তর্পণ, শ্রাদ্ধজ্ঞাপন, প্রেমের কৃতজ্ঞতা।
রওনা হ'লাম—অবিলম্বেই শিক্ষা পেতে কিছু ;
রওনা হ'লাম—হাঁচির বাধা পড়ল' না ত' পিছু !

পৌঁছলাম সেই গ্রামে ; ক্রমে সেই-বাড়ীরই কাছে
যেথায় আমার ভগ্নী ছিল, ভগ্নীপতি আছে।

সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে মাঘের খাটো বেলায়,
মালুম হ'ল বৈঠকখানা উজ্জ্বল আলো জ্বলায় ;
লোকের গলাও শুন্‌তে পেলাম অনেক তফাৎ থেকেই…
সুখী হওয়া গেল ; চিন্তা বিশেষ নেই,
ভাল আছে সবাই তবে।
শ্যামা ভাবলাম, আমায় পেয়ে খুবই তুষ্ট হবে ;
একা একা পত্নীহারা আছে মুহ্যমান্—
উপলব্ধি করবেই সে পরমাত্মীয়ের টান্।…
ভাবতে ভাবতে উঠ্‌লাম গিয়ে ঘরের বারান্দায়—
শ্যামার বৈঠকখানার। সেথায় পাঁচ ছ'টি লোক জমায়
চল্‌ছিল খুব গল্প গুজব। কিন্তু গল্পের বিষয়
শুনে' অবাক্ না হবে যে এ-দেশের সে নয়।
শুন্‌লাম, বল্‌ছে শ্যামাপদ : 'পাঁচটি উপস্থিত—
ঠিক্ করতে পারছি নাকো কোন্‌টা করা উচিত।'
উঁকি মেরে' দেখ্‌লাম, সে গা নাচাচ্ছে বসে'—
আহ্লাদে তার ভুঁড়ির কাপড় গেছে খানিক্ খসে' !
বল্‌লে আবার : 'আমি নইলে জীবনটা যে বৃথা—
নির্ব্বোধ এই মেয়েগুলো বুঝ্‌বে না কি তা' !'
এই কথাতে হাস্‌ল' সবাই জোরে
সেই পুলকে যে-পুলকে পাখী ডাকে ভোরে।
কে একজন বল্‌লে হেসে' : 'শ্রাদ্ধ অন্তে গিয়ে
এক-এক করে' দেখে' এসে করে' ফেলো বিয়ে
এই ফাল্গুনের প্রথমেই—
দেরী করার কারণ ত' নেই।'

শ্যামাপদ বল্‌লে : 'ভাই, সর্ব্বোত্তমায় চাই—
কিন্তু মুস্কিল, কেমন করে' করা যাবে বাছাই।
এক জায়গায় পেলে তবে মিলিয়ে নিতে পারি—
হেথার হোথার কতকগুলোয় গোলমাল লাগে ভারি।'
মূল্যবান্ আর সরস এই কথা ক'টি বলে'
সোহাগভরে বন্ধুর কোলে পড়ল' শ্যামা ঢলে'।…
কে যেন, ভাই, চাবুক মারল' বেঁধে—
চলে' এলাম যে মরেছে তারই জন্যে কেঁদে।"
চুপ করল' অচ্যুত তার বলা শেষ করে'—
চক্ষু দু'টি জলে উঠ্‌ল' ভরে'।

…"উঠ্‌ছেন, ভাই ? কিন্তু একটা কথা ছিল যে
পুনশ্চেতে !—হঠাৎ মনে পড়ল' সহজে।
স্নেহলতার অসুখ যখন খুবই বাড়াবাড়ি—
ডাক্তারটি বিমর্ষ আর শশব্যস্ত ভারি…
তখন হ'ল শ্যামাপদ অতিরিক্ত আকুল ;
চক্ষু করি' নিষ্পলক আর রুক্ষ করি' চুল
বল্‌লে : 'বলুন, ডাক্তারবাবু, রুগী বাঁচবে কি না !-
বলুন খোলাখুলি, আমি আর তো বাঁচি না।'
বলে' সে খুব হ'ল উদ্‌গ্রীব দ্রুতই কয়েকবার…
কিন্তু তার এই উৎকণ্ঠা কি খবরটা জানার
কণ্ঠাগত ক্ষিপ্ত প্রাণে ? জিজ্ঞাস্য আজ তাই।
জানতে চেয়ে বাঁচার আশা আছে কিম্বা নাই—

দৃঢ় ব্যক্ত অভিমত অবধারিত মৃত্যুর
চেয়েছিল—ব্যাপার দেখে' বুঝ্‌ছি যতদূর ;
বেঁচে গেলেও যেতে পারে যমকে ফাঁকি দিয়া—
এই সন্দেহ করেছিল বিষের মত ক্রিয়া
শ্যামাপদর দেহে মনে ; ছট্‌ফটানি তারই ;
নিঃসংশয় হ'বার তার ছিল তাড়াতাড়ি।
আপনাকে করতে মুক্ত, বন্ধন ছেদ কর্‌তে,
পেতে নূতন পুরাতনে কে না চাহে মারতে ?…
আচ্ছা, আসুন তবে—
আবার আসবেন কবে ?"

অচ্যুতানন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি

"যাহার আছে অফুরন্ত ঢের—
আর, যার কিছু নাই—ভিক্ষাজীবী পথের মুসাফের,
স্বাভাবিক ত' এরাই দু'টি,
পেয়েছে ত' এরাই ছুটী
অন্তহীনতায়—
সন্দেহ নাই তায়।
ওদের একজন পথে চলে সবারই মুখ চাহি'—
বিশ্রাম তার নাহি,
আর-একজন বিরামমাঝে একক প্রতিষ্ঠিত,
নিঃসন্দিগ্ধ অটলতায় চির-পরিস্থিত।
একটানা এই দু'টি জীবন অন্তহীনে মিশে'
পেয়ে গেছে দিশে…
জানাই আছে জীবন-স্রোতের আদি মধ্য শেষ,
কি হবে এ-র পরে নাহি এই চিন্তার ক্লেশ।

কিন্তু যারা মাঝামাঝি—মাঝখানে খায় দোল,
তাদের কার্য্যকলাপ নিয়েই যত গণ্ডগোল ;
যাহার কেবল শূন্য ঝুলি, যাহার আছে ঢের—
এই দু'জনার মাঝে দেহ ঝুল্‌ছে তাহাদের।

চূড়ান্ত তার কিছুই নহে—সবই অনিশ্চিত,
গাঁথ্‌নি কাঁচা আগাগোড়া—দুর্ব্বল তার্ ভিৎ—
একটু নাড়া সহে না তার,
ভেঙে' চূরে হয় একাকার।—
মিশ্‌ খায় না কিছুর সঙ্গে, নয় সে কিছুর মত,
পরিত্রাণ তার ভালয় ভালয় দিন্‌টি হ'লে গত।
দল বেঁধেছে এই সংসার-মরু-অভিযানে,
দুঃখে শোকে সহভোগী ; দানে প্রতিদানে
মিতালী খুব ; একই প্রকার আশা—
পরস্পরে বিশেষ ভালবাসা ;
অথচ এ দেখতে পাবে, তোমার পরাভবে
গোপনে খুব তৃপ্ত আর খুবই খুশী হ'বে ;
নিজের জ্বালা তোমার তুলনায়
একটুখানি লঘু ঠ্যাকে—সেই সুখটা জানায়।
প্রমাণ কি ? আবোলতাবোল কথা বল্‌ছ কি যে !—
প্রমাণ আমি নিজে।
এ-বক্তৃতা কিসের জন্য ? বল্‌ছি তাহা পরে···
দুর্গতি যে এত তবু দেখবে ঘরে ঘরে
এই ধারণাই বদ্ধমূল—
যত অভাব দুঃখের শূল
বিধাতা ঐ স্বর্গে বসে' দিচ্ছেন ছেড়ে' ছেড়ে'—
বিঁধছে সে-শূল বক্ষে এসে অস্থি মাংস ফেঁড়ে' !
কিন্তু তাহা সত্য নয় ;
আজ্‌কে আমি নিঃসংশয়—

বিবাহিত হওয়াই হ'চ্ছে সব অহিতের কারণ,
বিয়ে বন্ধ কর্‌লেই হবে কষ্ট নিবারণ।
একদিকেতে ভিখিরী, আর অন্যদিকে রাজা,
আমরা বেড়াই মধ্যিখানে যত্নে তনু মাজা।
এই দুনিয়ার কারবারেতে যতই করি ফেল্‌
ততই বাড়ে বিয়ের নেশা, এবং বাড়ে তেল।
বিয়ে করুক ভিখিরীরা, বিয়ে করুক রাজা—
আমাদের তা' গলার ফাঁসী, অথবা সঙ্‌ সাজা।
অদৃষ্ট দেখান' মিছে হ'লে ভরাডুবি।"
অচ্যুত করিল চুপ ক্লিষ্ট হ'য়ে খুবই।...
"উঠ্‌বেন না, বসুন, বসুন ; শুনুন কথার শেষ—
কর্‌ছি না ত' কুৎসা প্রচার কিম্বা মানব-দ্বেষ।
পরবর্ত্তী কাহিনীটা লাগ্‌তে পারে ভালো—
পেতেও পারেন হদিস্‌ কিছু, পেতেও পারেন আলো।—
করেছিলাম বিয়ে
টোপর মাথায় দিয়ে—
সেজে' মদনমোহন,
এবং কর্‌ছি তখন থেকেই পত্নীর ব্যয় বহন।—
করতেই তা' হবে—
নিষ্কৃতি তা' থেকে', বলুন, কে পেয়েছে কবে!
সেটা কিছু দুঃখের নয় ; কিন্তু হ'ল ছেলে,
হাস্‌ল' ধরা আমার পানে চক্ষু দু'টি মেলে' ;
কি নর্ত্তন হ'ল সুরু দম্পতির বুক জুড়ি'...
বংশধরে পেয়ে আমার লতিয়ে গেল ভুঁড়ি।—

কৃতজ্ঞতা উছ্‌লে উঠে’ ডেকে’ গেল বান্…
সেই বাহুল্য ভাবের শাস্তি দেছেন ভগবান
খুবই দ্রুতগতি—
মানুষের ভুল শুধ্‌রে’ দিতে নিপুণ তিনি অতি।
ঘটল’ কি তা’ বলি শুনুন : পত্র পেয়ে ডাকে --
সগৌরবে গেলেন উনি দেখা’তে তাঁর মাকে
অতুল নধর কোলের ছেলেটিকে—
আমার পুলক ধরে না আর চেয়ে শোভার দিকে…
ছেলে মায়ের কোলে—
চাঁপার কলি স্বর্ণলতাদলে!
যা’ হোক্, যাত্রা কর্‌লেন উনি গৌরবে আর ঘটায় ;
পিত্রালয়ে নিল তাঁরে মাল-বেহারা ছ’টায়।
কা’ল ফিরেছেন—একটি মাস ছিলেন আমায় ছেড়ে’ ;
দেখ্‌তে আরো ভালো হয়েছেন উজ্জ্বলতা বেড়ে’।
খোকাটিও ছিল ভালো মামাবাড়ীর দুধে—
আসল চাইতে লোকের নাকি মায়া বেশী সুদে ;
কাজেই স্ত্রী বাপের বাড়ী গেলে
ভালই থাকে শরীর তাঁহার এবং কোলের ছেলে।
সুরবালা—স্ত্রীর নাম ঐ—দু’টি কথা তাঁরই
বল্‌ব’ অতি কোমলভাবে, যত দ্রুত পারি।
ঘরোয়া সে কথা ? কথা ঘরোয়াই ত’ বটে—
সার্ব্বজনীন বাণীর আশা আমার নিকটে
করেন নাকি ? শুনে ধন্য সম্মানিত হ’লাম—
সেই সঙ্গে অক্ষমতার লাজেও খানিক্ ম’লাম।

ঘরোয়া এই কথার ভিতর শিক্ষণীয় বিষয়
আছে কিঞ্চিৎ ঃ পুরুষজাতির বুকে সবই সয়···
সার্ব্বজনীনতা
আশা করি পেলেন একটু।—এখন আসল কথা ঃ
পিত্রালয়ে তিরিশটি দিন ছিলেন সুরবালা—
তার মধ্যেই গেঁথে' নেছেন কণ্ঠে কথার মালা···
অর্থাৎ তাঁর কথার ধারা ধরে' নূতন পথ
লক্ষ্য করে' এই অভাগায় ভাব্‌ছে ভবিষ্যৎ—
অনর্গল আর অবিরামই চল্‌ছে তাড়না ঃ
'পয়সা রাখ্‌তে হাতে কেবল তুমিই পারো না।
এই যে হ'ল ঈশ্বরেচ্ছায় চাঁদের মতো ছেলে—
হঠাৎ একদিন যেতেও পারো এরে একা ফেলে'!
মরার কথা বল্‌তেও কষ্ট, কিন্তু তা' নয় গা'ল—
আজ যে আছে সুস্থ সবল মর্‌তে পারে কা'ল।
ভীম যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত, অর্জ্জুন যার পিতা,
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহার পিতার মিতা,
সেই অভিমন্যুই, আহা, ফিরল্ না আর ঘরে—
মারা গেল ছেলেমানুষ শত্রুপক্ষের শরে।
স্ত্রী উত্তরা গর্ভবতী—নেহাৎ বালিকাটি,
বৈধব্য ত' ঘট্‌ল' তাহার, জীবন হ'ল মাটি।'
(যদিও এ ভারত-কথা অমৃত-সমান—
এ ব্যাপারটায় শিউরে ওঠে অনেক পুণ্যবান্।)
সুরবালা বল্‌তে থাকে ঃ
'মারে কেষ্ট রাখে বা কে!—

সংসারেরই ধারা এই, মৃত্যুই খুব সম্ভব,
এই কথাটা মনে রাখাই আসল এবং সব।
দায়িত্ব যার প্রতিপালন করা স্ত্রী আর পুত্রে—
চল্‌বে না তার ভুলে' থাকা ওটা কোনোই সূত্রে।
ছেলে হ'বে অন্নাভাবী, নিরাশ্রয় ও অনাথ!
ভাবতেই বুক জমাট্ হিমে ভরে' ওঠে হঠাৎ।…
তাইতে বলি, রাখো কিছু ছেলেটার মুখ চেয়ে;
অমন করে' তাকাচ্ছ যে? তবু ত' নয় মেয়ে!'
কি বল্‌ছেন? খাঁটি কথা!…কিন্তু আছে খাদ,
সেইটাই ত গল্পের জান্ - তাহাই পরমাদ।
সুরবালা বুঝ্‌ত' না ত' অত জটিল বিষয়—
অত অতলগামী চিন্তা সুরবালার নয়;
বোঝে না সে অতশত তোড়্‌জোড়ের কাণ্ড—
যতই বাজুক ঝণ্‌ঝণিয়ে মস্তিষ্কের ভাণ্ড—
শ্বাশুড়ী খুব বুদ্ধিমতী—নিজের কন্যার তরে
কাতর তিনি বৈধব্যের অতি উগ্র ডরে।…
শিখিয়ে দেছেন কথাগুলো পুনঃপুনঃ বলে'—
দেখিয়ে দেছেন চিত্র, কি হয় জামাই হঠাৎ মলে';
আমার মৃত্যু-চিন্তা আর তারই বিভীষিকা
জ্বেলে' দেছেন মেয়ের বুকে…দুরদৃষ্টের লিখা
শুনিয়েছেন পড়ে' পড়ে'; বলে দেছেন আরো:
'হাতে রেখো গুছিয়ে, মাগো, যত টান্‌তে পারো।
কার দুয়োরে দাঁড়াবে, মা, ছেলেটাকে নিয়ে?
তার চাইতে জামাইকেই বলো' তুমি গিয়ে'—

অর্থাৎ তিনি শিখিয়ে দেছেন, করবে হাহাকার…
সুরবালা তাঁরি কথা বল্‌ছে অনিবার…
শ্বাশুড়ী ভয় দেখিয়ে দেছেন—পড়ে' তারি গ্রাসে
খুঁচিয়ে আমায় কর্‌লে সারা উদরান্নের ত্রাসে।
কি হ'য়েছে আমার এমন, কি অনিষ্ট এতে ?—
অকারণেই অবোধসম গেছি আমি তেতে' ?
তা' বৈ কি ! তবু কেমন, কেমন যেন বিগুণ,
কি উদ্ভট অসঙ্গতির উদ্ভব হ'লো দেখুন।—
ইহারই নাম, স্বল্প কথায়, ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া—
ঢেকে' দে'য়া পরলোকের প্রতিবিম্ব দিয়া।
আমি একটি জ্যান্ত মানুষ স্নেহে এবং প্রেমে—
যদিও চ মণ্ডিত নই রজত এবং হেমে ;
বৃহত্তম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সর্ব্বোত্তম্ স্বপন্—
মিতাচারের ওপর থেকে' ভদ্রজীবন যাপন ;
অবিলাসে পান ভোজন, আর অবিলাসী বেশ—
অঋণী এই অবস্থাতেই জীবন করা শেষ।—
তৎসত্ত্বেও মানুষ বলে' পরিচিত হওয়া,
ভালবাসা প্রদান করা, ভালবাসা লওয়া।
কিন্তু দেখুন, এই ব্যাপারটা মাঝে পড়ে' হঠাৎ
আমার সত্তার কোমলতায় করলে শেলাঘাত…
মানুষ আমি কতটা, আর যন্ত্র কতটা,
জান্‌তাম নাকো, লেগে' গেছে সেই বিচারের ঘটা !
এ-সন্দেহ করছে লোকে : লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে
অন্ন-সঙ্কট যেমন, তার বুকের কুহরে

নাইকো স্নেহ—ভাবের দিকেও তেমনি হতশ্রী সে—
বোধ নাই তার, বোঝে না সে কি ঘটে যে কিসে!
দরিদ্র যে তার লোকের কাছে ইহাই প্রধান লাঞ্ছনা –
আত্মা ইহার সজীব কি না তা-ও করা হয় বিবেচনা।
এ-কথাটাও বিবেচ্য, আর এ-কথাটাও দামী—
ভেবে' দেখুন, কি মূর্ত্তিতে বিরাজিত আমি
ওঁদের সম্মুখে,
কি রূপ ধরে' আছি ওঁদের স্নেহশীতল বুকে!
শবাকারে নয় কি?...ওঁদের কামনা তা' নয়,
তবু দুস্তর চিন্তা সেটা—খুব দেখাচ্ছে ভয়।
মৃত্যু আমায় নিয়ে গেছে, পথে ওঁরা একা,
জড়িয়ে আমায় পড়ছেন ওঁরা অদৃষ্টের এই লেখা;
এই ভাবেতেই দলভুক্ত হ'য়ে আমি আছি...
সুখে রাখ্‌বো স্ত্রী পুত্রে যাবৎ আমি বাঁচি।—
এবং রাখ্‌ব অনেক টাকা বাক্সে দিয়ে চাবি
অকালমৃত্যুর ভয়ে, ওঁদের ইহাই প্রীতির দাবি।
মনে যা-ই থাক্, মুখে বলাই হৃদয়হীনের কাজ—
কর্ত্তব্যের দিকে আমার চোখ ফুটেছে আজ।
ছেলের নামে পোয়াতি খায়—কথাটা খুব চটুল,
কিন্তু চতুর অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত নয় ভুল।
শুনতে মজা—সুরবালার এই যে তাড়স ভয়ের—
কেবল ছেলের চিন্তায় নয়, বেশীর ভাগই নিজের।
যে আজ্ঞে, স্বার্থচিন্তা থাকেই সবাইকার...
আচ্ছা আসুন, রাত হয়েছে—দেখা হ'বে আবার"।